সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত
সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৫ টি	০৫ টি	০০ টি	০০ টি	০২ টি	০৫ টি	৩৬.৩৬%-১০০%	০২ টি	১.১৪%-১৬.৯৭%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০৬ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
Construction of Bangladesh Mohila Samity Complex Building for the Underprivileged Women in the Society (সংশোধিত)	**২৯০১.৮২**	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ (সংশোধিত)	৭২৫.২৭	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪
এস্টাবলিশমেন্ট অব হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক হসপিটাল (সংশোধিত)	**১১৬৭.২০**	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৪
এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)	৩০৯০.৪৪	অক্টোবর ২০১১ হতে জুন ২০১৪
ইমপ্রুভড মেডিকেল সার্ভিসেস এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দ্য ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক পেশেন্টস, লালমনিরহাট	**১৪০৮.৯৫**	এপ্রিল, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
Construction of Bangladesh Mohila Samity Complex Building for the Underprivileged Women in the Society **(সংশোধিত)**	**প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নতুন কয়েকটি কম্পোন্যান্ট সংযোজন যেমন- Steel Bracing, Sub-station Equipment & 300 KVA Generator, Fire Fighting System এবং Lift স্থাপন করার জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।**
চাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ **(সংশোধিত)**	নির্মাণ কাজ, যন্ত্রপাতি ও মেডিকেল সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ক্রয়, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন/এ্যাম্বুলেন্স, জেনারেটর স্থাপন ইত্যাদি কাজগুলো যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
এস্টাবলিশমেন্ট অব হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক হসপিটাল **(সংশোধিত)**	**নির্মাণ কাজের রেট সিডিউল পরিবর্তন, নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া, প্রকল্পের আওতায় এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়, মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য আহবানকৃত দরপত্রের দরদাতাগণ কর্তৃক উদ্ধৃত মূল্য ডিপিপি সংস্থানের চেয়ে অধিক হওয়ায় দরপত্র বাতিল করার কারণে সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।**
এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)	সময়মত প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়া, যানবাহন সংখ্যা বৃদ্ধি, লিফটের বাজার দর বৃদ্ধি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের দর বৃদ্ধি, সিসিটিভি'র সংখ্যা বৃদ্ধি, আসবাবপত্র, এয়ার কন্ডিশন ইত্যাদির সংখ্যা ও বাজার দর বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।
ইমপ্রুভড মেডিকেল সার্ভিসেস এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দ্য ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক পেশেন্টস, লালমনিরহাট	সময়মত প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	**সুপারিশসমূহ**
৪.১ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও কয়েকটি প্রকল্পের পিসিআর অনেক বিলম্বে পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত এবং এত দেরিতে পিসিআর প্রেরণ যে কোন প্রকল্প সঠিকভাবে মূল্যায়নের অন্তরায়।	৪.১ পিসিআর যথাসময়ে প্রেরণ করতে হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
৪.২ ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু না করা: "চাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পে অন্যতম উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাসপাতালে এখনো ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু করা হয়নি। প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক হাসপাতালে ডাক্তারসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না করায় ইনডোর চিকিৎসা চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলে হাসপাতালের জন্য ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও বেডগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে;	৪.২ ডায়াবেটিক রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাশীঘ্র হাসপাতালে ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
৪.৩ ৩০% গরীব রোগীকে সেবা প্রদান সম্পর্কিত কোন সাইনবোর্ড না থাকা: "বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা" অনুযায়ী বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের প্রাক্কালে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। বিষয়টি সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে হাসপাতাল ভবনের সন্মুখে কোন সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়নি। তাছাড়া হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রত্যাশী সংস্থার যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল এবং ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান উল্লেখপূর্বক কোন সাইনবোর্ড নেই।	৪.৩ ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং তা একটি আলাদা রেজিষ্ট্রারে রোগীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে পরবর্তীতে কেউ এ বিষয়ে কোন তথ্য জানতে চাইলে তা জানা সম্ভব হয়। তাছাড়া হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রত্যাশী সংস্থার যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল উল্লেখপূর্বক সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে।
৪.৪ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্র ক্রয় না করা: "চাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি'তে আসবাবপত্র ক্রয় খাতে সংস্থার নিজস্ব অর্থে ১৩৪০টি আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ২৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে পুরো অর্থ ব্যয়ে ১১০৫টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।	৪.৪ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক আসবাবপত্র পুরোপুরি ক্রয় না করার বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে;
৪.৫ হাসপাতাল ভবন যথাযথ ব্যবহার না করা: "চাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পে ৬ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনটির নীচ তলায় এক্স-রেসহ রোগীদের রেজিষ্ট্রেশন, ডাক্তারদের কক্ষ এবং ২য় তলায় ডায়ালসিসসহ অন্যান্য চিকিৎসা সেবা ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু ৩য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত ওয়ার্ড ও কেবিনের ব্যবস্থা রাখা হলেও এখনও খালি অবস্থায় পড়ে আছে। এ ফ্লোরগুলোতে ইনডোর সেবা প্রদান করা হবে বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। হাসপাতাল পুরোপুরি চালু না হওয়ায় মেডিকেল যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও বেডগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় থাকলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	৪.৫ হাসাপাতাল দ্রুত চালুকরণের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত আসবাবপত্র, হাসপাতাল বেড ও মেডিকেল যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে।
৪.৬ ভবনের ফিনিশিং কাজসহ নির্মাণ কাজে কিছু কিছু ত্রুটি: "ইমপ্রুভড মেডিকেল সার্ভিসেস এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দ্য ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক পেশেন্টস, লালমনিরহাট" শীর্ষক প্রকল্পের ভবনের মেঝেতে বিভিন্ন আকৃতি ও রংয়ের টাইলস স্থাপন ও বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ডে বিভিন্ন রংয়ের সুইচ স্থাপন; হাসপাতালের বাথরুমে ও বেসিনে নিম্নমানের স্যানিটারী সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে; অধিকাংশ বাথরুমে স্যানিটারী সামগ্রীর ফিটিংস-এর কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। যেমন- পানির ট্যাপ, সংযোগ পাইপ, ফ্লাস ইত্যাদি স্থাপন করা হয়নি; ভবনের বিভিন্ন স্থানে বৈদ্যুতিক বোর্ড ও তার সংযোগের স্থান উন্মুক্ত রয়েছে এবং বৈদ্যুতিক তারসমূহ অরক্ষিত অবস্থায় দেখা যায়। নির্মাণ কাজ চলাকালীন বাউন্ডারী ওয়ালের ভেঙ্গে যাওয়া অংশগুলো মেরামত না করা; ভবনের কয়েকটি বাথরুমে কমোড স্থাপন করা হয়নি; কক্ষের উপরে বাথরুমের পয়ঃনিষ্কাশন পাইপ উন্মুক্ত রাখা। অপারেশন থিয়েটারের সামনে উপরে ছাদে স্যুয়েরেজ লাইন ঢেকে না দেয়া।	৪.৬ হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজের ত্রুটিগুলো জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করতে হবে

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
৪.৭ **থেরাপেটিক পুলের কিছু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়া:** "এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের হাঁটতে সক্ষম নয় এমন প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে থেরাপেটিক পুল নির্মাণের লক্ষ্যে আরডিপিপি'তে ৯৭.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল (আরডিপিপি পৃষ্ঠা- ২১) এবং এ খাতে ৯৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হলেও থেরাপেটিক পুলের কিছু কাজ (হাইড্রোথেরাপী পুলের ঢালাই এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন) পরিদর্শনের সময় অসম্পন্ন পাওয়া যায়। তবে থেরাপেটিক পুলের অন্যান্য অংশের (সুইমিং পুল, টয়লেট ও শাওয়ার সুবিধাদি, সেড নির্মাণ, টাইলস স্থাপন ইত্যাদি) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, হাইড্রোথেরাপী পুল নির্মাণ কারিগরি দিক বিবেচনায় একটি অত্যাধুনিক কাজ এবং এ কারিগরি দিকগুলো সম্পন্ন করে যন্ত্রপাতি ইনস্টল করার পর হাইড্রোথেরাপী পুলের ঢালাই সম্পন্ন করা হবে।	৪.৭ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক থেরাপেটিক পুলের হাইড্রোথেরাপী পুল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে;
৪.৮ **ফুটবল মাঠের সংস্কার কাজের সাথে ব্যয়িত অর্থের অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়া:** "এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফুটবল মাঠ, ব্যাডমিন্টন মাঠ এবং বাস্কেটবল মাঠ সংস্কার বাবদ ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হলেও সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় মাঠের সংস্কার কাজ হিসেবে ফুটবল মাঠের ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুটি গোলপোস্ট এবং বাস্কেটবলের জন্য সিসি ট্র্যাক ও পোস্ট নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ পরিদর্শনের সময় এ খাতে সংস্কার কাজের তুলনায় ব্যয়িত অর্থ অধিক মনে হয়েছে। সার্বিকভাবে এখাতে অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়নি বলে মনে হয়েছে।	৪.৮ ফুটবল মাঠ, বাস্কেটবল মাঠ, ব্যাডমিন্টন মাঠ সংস্কার খাতে যথাযথভাবে অর্থ ব্যয় হয়েছে কি-না সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তা খতিয়ে দেখে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে;

“ইমপ্রুভড মেডিকেল সার্ভিসেস এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দ্য ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক পেশেন্টস, লালমনিরহাট” শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৩)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : **লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট**

২। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : সমাজসেবা অধিদপ্তর ও ডায়াবেটিক সমিতি, লালমনিরহাট

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৩৭২.৬০ ১৮৩২.৯৯ (৫৩৯.৬১)	--	১৮৭৮.৭৬ ১৪০৮.৯৬ (৪৬৯.৮০)	এপ্রিল, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	--	এপ্রিল, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩*	--	১ বছর (৩৬.৩৬%)

*** ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।**

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	আরডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট	**বাস্তব**	জিওবি	সংস্থা	মোট
১	জনবল ও বেতন ভাতা	জন	১০	-	৩৫.৬৫	৩৫.৬৫	১০	-	৩৫.৬৫	৩৫.৬৫
২	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	থোক	-	-	৩.০০	৩.০০	-	-		
৩	রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	-	৩.০০	৩.০০	-	-		
৪	প্রকাশনা	থোক	-	-	৩.০০	৩.০০	-	-	১৯.০০	১৯.০০
৫	সম্মানী ভাতা	থোক	-	-	৫.০০	৫.০০	-	-		
৬	জ্বালানী	থোক	-	-	৫.০০	৫.০০	-	-		
৭	বেইজ লাইন সার্ভে	সংখ্যা	১	-	৪৪.৬৭	৪৪.৬৭	-	-	৪৪.৬৭	৪৪.৬৭
৮	ডাটা বেইজ	সংখ্যা	১	-	৯.৩৫	৯.৩৫	-	-	৯.০০	৯.০০
৯	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	সংখ্যা	২১৬	৫৩৮.০২	-	৫৩৮.০২	-	৪৫৩.৫৭	-	৪৫৩.৫৭
১০	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৮২৫	৬৭.৪৪	-	৬৭.৪৪	-	৬৫.৪৩	-	৬৫.৪৩
১১	যানবাহন/এ্যাম্বুলেন্স	সংখ্যা	২	-	৩৫.০০	৩৫.০০	-	-	৩৪.৫০	৩৪.৫০
১২	লিফট	সংখ্যা	২	৮০.০০	-	৮০.০০	-	৩৪.৫০	-	৩৪.৫০
১৩	জেনারেটর	সংখ্যা	১	-	২৫.০০	২৫.০০	-	-	২৪.৫০	২৪.৫০
১৪	গ্যাস লাইন	থোক	-	২.০০	-	২.০০	-	১.৫০	-	১.৫০
১৫	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	১৫১	১৫.৩৪	-	১৫.৩৪	-	১৪.০৬	-	১৪.০৬
১৬	ভূমি (ইক্যুইটি)	একর	১	-	১০০.০০	১০০.০০	-	-	১০০.০০	১০০.০০
১৭	নির্মাণ ও পূর্ত	বঃফুট	৫৪১৬২	৮৮৭.৪৬	২২১.৮৮	১১০৯.৩৪	৫৪১৬২	৮০৯.৮৯	২০২.৪৯	১০১২.৩৮
১৮	সৌর বিদ্যুৎ	থোক	-	৭০.০০	-	৭০.০০	-	৩০.০০	-	৩০.০০
১৯	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	থোক	-	৬.০৯	-	৬.০৯	-	-	-	-
২০	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	থোক	-	৩৩.৩৩	৯.৮১	৫৩.৪১	-	-	-	-

ক্র নং	আরডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট	বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট
২১	**প্রাইস কনটিনজেন্সি**	**থোক**	**-**	**১৩৩.৩১**	**৩৯.২৫**	**১৭২.৫৬**	**-**	**-**	**-**	**-**
	মোটঃ			**১৮৩২.৯৯**	**৫৩৯.৬১**	**২৩৭২.৬০**		**১৪০৮.৯৬**	**৪৬৯.৮০**	**১৮৭৮.৭৬**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ:**

৬.১ সরেজমিনে পরিদর্শনকালে বেইজ লাইন সার্ভে সংক্রান্ত যে সকল কাগজপত্র/ফাইল দেখা যায়, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালনার যে উদ্দেশ্য ছিল, তা অর্জিত হয়নি। তাছাড়া সার্ভে লব্ধ তথ্য সংরক্ষণের জন্য কোন ডাটাবেইজ বা সংকলন বা প্রতিবেদন কিছুই তৈরি করা হয়নি।

৬.২ হাসপাতাল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ফিনিশিং রং, ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস, স্যানিটারী ফিটিংস ইত্যাদি কাজ কিছুটা অসম্পন্ন রয়েছে। কারণ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার পূর্বেই তার সমূদয় বিল বাবদ প্রাপ্ত অর্থ পেয়েছিল। ফলে অসম্পন্ন কাজ শেষ করার জন্য তাকে পুনঃতাগিদ দেয়া হলেও ঠিকাদার অসম্পন্ন কাজ শেষ করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৭.১ প্রকল্পের পটভূমি: সাম্প্রতিক সময়ে দেশে ডায়াবেটিক এবং ডায়াবেটিক সম্পৃক্ত অন্যান্য রোগের বিস্তার বেড়ে যাচ্ছে। দেশের উত্তরে অবস্থিত লালমনিরহাট জেলায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। লালমনিরহাট জেলার মোট জনসংখ্যা ১২.৫ লক্ষ যার প্রায় ১০% জনগণ ডায়াবেটিক রোগে আক্রান্ত। আর্থিক অসংগতি থাকায় এবং দূরত্বের কারণে এ এলাকার গরীব জনসাধারণের পক্ষে ঢাকায় অবস্থিত বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়া সম্ভব হয় না। লালমনিরহাট ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে হাসপাতালটি ডায়াবেটিক রোগীদের সেবা করে আসছে। ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন এ এলাকার ডায়াবেটিক আক্রান্ত জনসাধারণকে সেবা প্রদানের জন্য হাসপাতালটি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করার চেষ্টা করছে। এ এলাকার সমাজকর্মী, ডাক্তার, মানবহিতৈষী, স্বাস্থ্য সেবার সাথে যুক্ত ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ জনগণ অনুভব করে যে, লালমনিরহাটে একটি পূর্ণাঙ্গ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ডাক্তার সেলিনা রহমান লালমনিরহাট ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনকে এক একর জমি দান করেছেন। লালমনিরহাট ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধনকৃত একটি প্রতিষ্ঠান। এ এসোসিয়েশন হাজার হাজার জনগণের চিকিৎসা চাহিদা পূরণের জন্য পরিকল্পিত উপায়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় যৌথভাবে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) লালমনিরহাট জেলায় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন;

খ) ডায়াবেটিকস, ডায়াবেটিকস সম্পৃক্ত নন-ডায়াবেটিকস রোগের আধুনিক উন্নত চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা;

গ) ডায়াবেটিস সমস্যা নিরসন এবং নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা, কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

ঘ) শবদেহ বহন/এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান করা;

ঙ) লালমনিরহাট জেলায় ডায়াবেটিকস রোগীদের উপর বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালনা করা; এবং

চ) ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত:

৮.১ প্রকল্প অনুমোদন: **প্রকল্পটির উপর ১৫/০২/২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩৭২.৬০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৮৩২.৯৯ লক্ষ টাকা, সংস্থা- ৫৩৯.৬১ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৪/০৪/২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।**

৮.২ **ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি: প্রকল্পের মেডিকেল যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ০৬ (ছয়)টি লটের মধ্যে একটি লটের বিষয়ে একজন দরপত্রদাতা কর্তৃক কোর্টে রীট করায় মহামান্য হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা থাকায় এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ অপ্রতুল হওয়ায় বাস্তবায়ন কাজ বিলম্ব হয়েছে। ফলে ১ম বার প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ভবনের নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় ২য় বার প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।**

৯। **বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য):**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয় (জিওবি)		
	মোট	টাকা	সংস্থা		মোট	টাকা	সংস্থা
২০১০-২০১১	১৫৪.০০	১৫৪.০০	-	১৫৪.০০	১৫৩.৫০	১৫৩.৫০	-
২০১১-২০১২	৮০০.০০	৮০০.০০	-	৮০০.০০	৭৫২.৬০	৭৫২.৬০	-
২০১২-২০১৩	২৭০.০০	২৭০.০০	-	২৭০.০০	২৫৯.৪০	২৫৯.৪০	-
২০১৩-২০১৪	২৪৩.৫০	২৪৩.৫০	-	২৪৩.৫০	২৪৩.৪৬	২৪৩.৪৬	-
মোট:	১৪৬৭.৫০	১৪৬৭.৫০	-	১৪৬৭.৫০	১৪০৮.৯৬	১৪০৮.৯৬	-

১০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	**দায়িত্ব পালনের মেয়াদকাল**	
০১	জনাব মোঃ আবদুল হক উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, লালমনিরহাট	০১/০৫/২০১০	০৬/০৭/২০১১
০২	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, লালমনিরহাট	০৬/০৭/২০১১	২৬/১২/২০১১
০৩	জনাব মোঃ শফিউল আলম উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, লালমনিরহাট	২৬/১২/২০১১	২৬/০২/২০১২
০৪	জনাব মোঃ সামিউল আলম উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, লালমনিরহাট	২৬/০২/২০১২	৩১/১২/২০১৩

১১। **প্রকল্প পরিদর্শন:** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ১৯/০২/২০১৬ তারিখে লালমনিরহাট জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক, গণপূর্ত বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

১২। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা;

(খ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য;

(গ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা;

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় জিওবি অর্থায়নে সম্পাদিত দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা; এবং

(চ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত প্রত্যাশী সংস্থার বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনা।

১৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

(ক) ৬ তলাবিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল ভবন ও সাব-স্টেশন নির্মাণ;

(খ) ১টি এ্যাম্বুলেন্স ও ১টি মাইক্রোবাস ক্রয়;

(গ) মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়;

(ঘ) আসবাবপত্র ক্রয়;

(ঙ) ১টি জেনারেটর ক্রয়; এবং

(চ) অফিস সরঞ্জাম ক্রয়।

১৪। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ:** প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

১৪.১ **নির্মাণ কাজ:** প্রকল্পের আওতায় ১ একর জায়গার উপর ৬ তলা বিশিষ্ট লালমনিরহাট ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ১১০৯.৩৪ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৮৮৭.৪৬ লক্ষ টাকা, সংস্থার নিজস্ব- ২২১.৮৮ লক্ষ টাকা) সংস্থান ছিল। নির্মাণ অংগে মোট ১০১২.৩৭ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৮০৯.৮৯ লক্ষ টাকা, সংস্থার নিজস্ব- ২০২.৪৯ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে।

১৪.২ **মেডিকেল যন্ত্রপাতি:** প্রকল্পের আওতায় লালমনিরহাট ডায়াবেটিক হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল যন্ত্রপাতি অংগে ডিপিপিতে ৫৩৮.০২ লক্ষ টাকা (জিওবি) সংস্থানের বিপরীতে ৪৫৩.৫৭ লক্ষ টাকায় ২১৬টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা দরপত্রে দর কম হওয়ায় এ খাতে ব্যয় কম হয়েছে। মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ০৬/০৩/২০১২ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। ০৮/১২/২০১৩ তারিখে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ২৬/১২/২০১৩ তারিখে যন্ত্রপাতি হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়। পরিদর্শনকালে কিছু যন্ত্রপাতি অপারেশন থিয়েটারসহ হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা পুরোপুরি চালু না হওয়ায় কিছু যন্ত্রপাতি এখনও একটি কক্ষে মজুদ রাখা হয়েছে।

চিত্র-১: মজুদকৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতি

চিত্র-২: অপারেশন থিয়েটারে রক্ষিত অটো ক্লেভ মেশিন

১৪.৩ **আসবাবপত্র ক্রয়:** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবনে রোগীদের ব্যবহারের জন্য জিওবি অর্থে ৬৭.৪৪ লক্ষ টাকায় ৮২৫টি আসবাবপত্র ক্রয়ের বিপরীতে ৬৫.৪৩ লক্ষ টাকায় সবগুলো আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এ সকল আসবাবপত্রের কিছু কিছু হাসপাতালে ব্যবহৃত হচ্ছে। হাসপাতাল পুরোপুরি চালু না হওয়ায় কিছু আসবাবপত্র এখনো বিভিন্ন কক্ষে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

চিত্র-৩: মজুদকৃত হাসপাতাল বেড

চিত্র-৪: অবহেলিতভাবে পড়ে থাকা বেড

১৪.৪ **অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়:** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবনে রোগীদের ব্যবহারের জন্য জিওবি অর্থে ১৫.৩৪ লক্ষ টাকায় ১৫১টি আসবাবপত্র ক্রয়ের বিপরীতে ১৪.০৬ লক্ষ টাকায় সবগুলো অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। এ সকল আসবাবপত্রের কিছু কিছু হাসপাতালে ব্যবহৃত হচ্ছে। হাসপাতাল পুরোপুরি চালু না হওয়ায় কিছু অফিস যন্ত্রপাতি এখনো বিভিন্ন কক্ষে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১৪.৫ **যানবাহন:** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালে দাপ্তরিক কার্যাবলী ও রোগীদের ব্যবহারের জন্য সংস্থার নিজস্ব অর্থে ৩৪.৫০ লক্ষ টাকায় ১টি মাইক্রোবাস ও ১টি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, যানবাহন ২টি হাসপাতালের কাজে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

চিত্র-৫: প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত এ্যাম্বুলেন্স

১৪.৬ **লিফট ক্রয়:** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবনে রোগীসহ হাসপাতালে আগত অন্যান্যদের প্রতিতলায় উঠা-নামার জন্য ডিপিপিতে ২টি লিফট ক্রয়ের জন্য জিওবি খাতে ৮০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। হাসপাতালের চাহিদা অনুযায়ী ৩৪.৫০ লক্ষ টাকায় ১টি লিফট ক্রয় করে হাসপাতালে স্থাপন করা হয়েছে।

১৪.৭ **সৌর বিদ্যুৎ:** সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য হাসপাতালে ৩০.০০ লক্ষ টাকায় হাসপাতালের ছাদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন করা হয়েছে।

১৫। **নির্মাণ কাজের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা:** প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ডায়াবেটিক হাসপাতাল ভবন (ভৌত নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ স্যানিটারী ও বিদ্যুতায়ন, বহির্বিদ্যুৎ, নলকূপ স্থাপন, পানি সরবরাহ লাইন, পাম্প হাউজ, সাব-স্টেশন রুম, আরসিসি এ্যাপ্রোচ রোড, কম্পাউন্ড ড্রেন, সাইট উন্নয়ন, অগ্নি নির্বাপক, ৩০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার, এয়ার কন্ডিশন, লাইটিং, পাম্প মটর, কম্পাউন্ড সিকিউরিটি লাইট) নির্মাণ ব্যয় বাবদ ১০৭৩.১৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দি নিউজ টুডে ও দৈনিক যুগের আলো পত্রিকায় ২৯/১২/২০১০ তারিখে ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ৩১/১২/২০১০ তারিখে এবং সিপিটিইউ ও গণপূর্ত বিভাগে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ছিল ২৫/০১/২০১১ এবং উক্ত তারিখেই দরপত্র খোলা হয়। মোট ৯টি দরপত্র জমা পড়ে, তন্মধ্যে ২টি দরপত্র রেসপনসিভ হয়। ৭ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সকল দরপত্র মূল্যায়ন করে মেসার্স হাবিব এন্ড কোং, আলীপুর, ফরিদপুর-এর দর সর্বনিম্ন হওয়ায় দরপত্র অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক ৩১/০৩/২০১১ তারিখে দরপত্র অনুমোদিত হয়। ০৫/০৫/২০১১ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০১২.৩৭ লক্ষ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশে কাজ সমাপ্তির জন্য সর্বোচ্চ ১৮ মাস অর্থাৎ ০৪/১১/২০১২ তারিখ পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছিল।

১৬। **প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) লালমনিরহাট জেলায় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন;	প্রকল্পের অর্থে লালমনিরহাট জেলা শহরে ৬ তলা বিশিষ্ট ১০০ শয্যার ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে;
খ) ডায়াবেটিকস, ডায়াবেটিকস সম্পৃক্ত নন-ডায়াবেটিকস রোগের আধুনিক উন্নত চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা;	ডায়াবেটিকস ও ডায়াবেটিকস সম্পৃক্ত নন-ডায়াবেটিকস রোগের আধুনিক উন্নত চিকিৎসার লক্ষ্যে হাসপাতালে বর্তমানে আউটডোর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও জনবল নিয়োগ না হওয়ায় ইনডোর ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি;
গ) ডায়াবেটিস সমস্যা নিরসন এবং নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা, কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;	ডায়াবেটিস সমস্যা নিরসন এবং নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এ জেলার অন্তর্গত থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মশালা, সমাবেশ ও মাইকিং আয়োজনের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হয়;
ঘ) শবদেহ বহন/এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান করা;	হাসপাতালে রোগী আনা-নেয়ার জন্য ১টি এ্যাম্বুলেন্স এবং ডাক্তার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ হাসপাতালের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক ১টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।
ঙ) লালমনিরহাট জেলায় ডায়াবেটিকস রোগীদের উপর বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালনা করা; এবং	লালমনিরহাট জেলায় ডায়াবেটিস সংক্রান্ত রোগী সনাক্তকরণ, রোগীর সংখ্যা নিরূপণ ও রোগীদের চিকিৎসা সম্পর্কে তথ্য হালনাগাদ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সংস্থার নিজস্ব অর্থে ৪৪.৬৭ লক্ষ টাকায় একটি বেইজ লাইন সার্ভে করার জন্য ডিপিপিতে সংস্থান ছিল। উক্ত অর্থ ব্যয়ে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৬৯টি ক্যাম্প স্থাপন করে বেইজ লাইন সার্ভে করা হয়েছে। এসব ক্যাম্পে মোট ৭৭৮১৫ জন রোগী রেজিস্ট্রেশন করেছিল। এর মধ্যে ৭৬৪২ জন (৯.৮২%) ডায়াবেটিস রোগী সনাক্ত করা হয়।
চ) ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;	হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, হাসাপাতালে আউটডোরে যেসব রোগী সেবা গ্রহণ করতে আসেন, তাদের মধ্যে গরীব রোগীদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। জানুয়ারি ২০১৬ মাসে মোট ১৯৩ জন (পুরুষ- ১০১ জন, মহিলা- ৯২ জন) রোগীকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হয়েছে। তবে কমপক্ষে ৩০% গরীব রোগীদের সেবা প্রদানের বিষয়ে হাসপাতালের কোথাও সাইনবোর্ড টানানো হয়নি।

১৭। **প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:**

(ক) **প্রকল্পের অর্জন:**

১৭.১ **লালমনিরহাট জেলাসহ পার্শ্ববর্তী** জেলাসমূহে জনগণের জন্য ডায়াবেটিক চিকিৎসার সুবিধা সম্প্রসারণ: **লালমনিরহাট ও এর পার্শ্ববর্তী জেলার জনগণকে উন্নত ডায়াবেটিক চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে লালমনিরহাট জেলা শহরের সোনালী পার্ক,** জেলখানার পাশে লালমনিরহাট ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। **প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রোগীরা এ হাসপাতালে প্রতিদিন বহির্বিভাগে উন্নত পরিবেশে ও উন্নত মেডিকেল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারছে এবং বাজারে প্রচলিত মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে ডায়াবেটিক ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করছে।** হাসপাতালে বর্তমানে ডায়ালসিস ও আউটডোর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ইনডোর চিকিৎসা সেবা এখনও পুরোপুরি চালু করা হয়নি। তবে ভবিষ্যতে ইনডোর চিকিৎসা চালু হলে এ হাসপাতাল থেকে এ অঞ্চলের ডায়াবেটিক রোগীরা উন্নত চিকিৎসা সেবা পাবেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায়, জানুয়ারি ২০১৬ মাসে আউটডোরে ৬৬৩ জন (পুরুষ- ৩৪৯ জন, মহিলা- ৩১৪ জন) রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছে এবং ইনডোরে ৪ জন রোগী ভর্তি হয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে ১৯৩ জন (পুরুষ- ১০১ জন, মহিলা- ৯২ জন) রোগীকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-৬: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত লালমনিরহাট ডায়াবেটিক হাসপাতাল

(খ) **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

১৭.২ **ভবন নির্মাণে ফিনিশিং কাজ অসমাপ্ত থাকাঃ** পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি ও সমিতির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রকল্প সমাপ্তির সময় পর্যন্ত (ডিসেম্বর ২০১৩) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেনি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না করার পরও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে সমূদয় বিল প্রদান করে। বাউন্ডারি ওয়াল, রং-এর কাজ, ভবনের ফিনিশিং কাজ এখনও বাকি রয়েছে। ভবনের প্রতি তলায় দেখা যায়, নিম্নমানের স্যানিটারী ফিটিংস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৩-এ সমাপ্ত হলেও নির্মাণ কাজ বিলম্বের কারণে গণপূর্ত বিভাগ থেকে ভবনটি ০৪/০৫/২০১৫ তারিখে প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৭.৩ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ:** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৩'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ০৮/০২/২০১৬ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ২ (দুই) বছর ১ (এক) মাস পর। যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত।

১৭.৪ **ভবনের ফিনিশিং কাজসহ নির্মাণ কাজে কিছু কিছু ত্রুটি:**

(ক) হাসপাতাল ভবনের কক্ষের কয়েকটি দরজার কাঠ নিম্নমানের পরিলক্ষিত হয়েছে;

(খ) হাসপাতাল ভবনের ৫ম তলায় দক্ষিণ পাশের একটি ওয়ার্ডের দেয়ালে কিছুটা ড্যাম্প দেখা যায়;

(গ) প্রতি তলায় বাথরুমে ও বেসিনে নিম্নমানের স্যানিটারী সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে;

(ঘ) অধিকাংশ বাথরুমে স্যানিটারী সামগ্রীর ফিটিংস-এর কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। যেমন- পানির ট্যাপ, সংযোগ পাইপ, ফ্লাস ইত্যাদি স্থাপন করা হয়নি;

(ঙ) ভবনের বিভিন্ন স্থানে বৈদ্যুতিক বোর্ড ও তার সংযোগের স্থান উন্মুক্ত রয়েছে এবং বৈদ্যুতিক তারসমূহ অরক্ষিত অবস্থায় দেখা যায়।

(চ) নির্মাণ কাজ চলাকালীন বাউন্ডারী ওয়ালের ভেঙ্গে যাওয়া অংশগুলো মেরামত না করা;

(ছ) ভবনের কয়েকটি বাথরুমে কমোড স্থাপন করা হয়নি;

(জ) ৩য় তলায় কক্ষের উপরে বাথরুমের পয়ঃনিষ্কাশন পাইপ উন্মুক্ত রাখা;

চিত্র-৭: বেসিনে পানির কল সংযোগ না দেয়া

চিত্র-৮: দেয়ালে ইলেকট্রিক মালামাল স্থাপন না করা

চিত্র-৯: হাসপাতালের ৫ম তলায় দক্ষিণ পাশের একটি ওয়ার্ডের দেয়াল ড্যাম্প হয়ে গেছে

চিত্র-১০: একটি বাথরুমের কোন কমোড স্থাপন না করা

চিত্র-১১: ৩য় তলায় কক্ষের উপরে বাথরুমের পয়ঃনিষ্কাশন পাইপ উন্মুক্ত রাখা

১৭.৫ ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু না করা: প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাসপাতালে এখনো ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু করা হয়নি। লালমনিরহাট ডায়াবেটিক সমিতি কর্তৃক হাসপাতালে ডাক্তারসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না করায় ইনডোর চিকিৎসা চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলে হাসপাতালের জন্য ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও বেডগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে;

চিত্র-১২: হাসপাতালের ইনডোরে কেবিনে ভর্তিকৃত রোগী

১৭.৬ হাসপাতাল ভবন যথাযথ ব্যবহার না করা: ৬ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনটির নীচ তলায় এক্স-রেসহ রোগীদের রেজিষ্ট্রেশন, ডাক্তারদের কক্ষ এবং ২য় তলায় ডায়ালসিসসহ অন্যান্য চিকিৎসা সেবা ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু ৩য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত ওয়ার্ড ও কেবিনের ব্যবস্থা রাখা হলেও এখনও খালি অবস্থায় পড়ে আছে। এ ফ্লোরগুলোতে ইনডোর সেবা প্রদান করা হবে বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। হাসপাতাল পুরোপুরি চালু না হওয়ায় মেডিকেল যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও বেডগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় থাকলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৭.৭ ৩০% গরীব রোগীকে সেবা প্রদান সম্পর্কিত কোন সাইনবোর্ড না থাকা: **“বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা”** অনুযায়ী **বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের প্রাক্কালে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। বিষয়টি সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে হাসপাতাল ভবনের সন্মুখে কোন সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়নি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জানুয়ারি ২০১৬ মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী** ৬৬৭ জন রোগী আউটডোরে সেবা নিতে রেজিষ্ট্রেশন করেছেন। তন্মধ্যে ১৯৩ জন গরীব রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। তবে হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও লালমনিরহাট ডায়াবেটিক সমিতি’র যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল এবং **৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান** উল্লেখপূর্বক কোন সাইনবোর্ড নেই।

১৮। **সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা:**

১৮.১ পিসিআর যথাসময়ে প্রেরণ করতে হয়। কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৩ দ্রষ্টব্য);

১৮.২ হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজের ত্রুটিগুলো জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৪ দ্রষ্টব্য);

১৮.৩ যেসব স্থানে দেয়ালে ড্যাম্প বা রং নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলো মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৪ দ্রষ্টব্য);

১৮.৪ ডায়াবেটিক রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাশীঘ্র হাসপাতালে ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৫ দ্রষ্টব্য);

১৮.৫ হাসাপাতাল দ্রুত চালুকরণের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত আসবাবপত্র, হাসপাতাল বেড ও মেডিকেল যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৬ দ্রষ্টব্য);

১৮.৬ ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং তা একটি আলাদা রেজিষ্ট্রারে রোগীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে পরবর্তীতে কেউ এ বিষয়ে কোন তথ্য জানতে চাইলে তা জানা সম্ভব হয় (অনুচ্ছেদ ১৭.৭ দ্রষ্টব্য);

১৮.৭ হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও লালমনিরহাট ডায়াবেটিক সমিতি'র যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল উল্লেখপূর্বক সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৭ দ্রষ্টব্য); এবং

১৮.৮ ১৮.১ থেকে ১৮.৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দিক নির্দেশনার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে জানাতে হবে।

“এস্টাবলিশমেন্ট অব হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক হসপিটাল (সংশোধিত)” শীর্ষক বিনিয়োগ

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : **মাহমুদাবাদ, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ**

২। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : সমাজসেবা অধিদপ্তর ও হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতি (এইচডিএস)

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত * বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২১৯৮.৯২ ১১৫৬.৮৯ (১০৪২.০৩)	২২৯৩.৩৮ ১২১৪.১০ (১০৭৯.২৮)	২২৪৬.৪৮ ১১৬৭.২০ (১০৭৯.২৮)	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৩	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৪	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৪	--	১ বছর (৪০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	আরডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	**সংস্থা**	**মোট**	**বাস্তব**	জিওবি	**সংস্থা**	**মোট**
১	কর্মচারীদের বেতন	জন	১০	--	৩৫.২৮	৩৫.২৮	১০	--	৩৫.২৮	৩৫.২৮
২	মেশিনারী এন্ড ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৭১৩	৩৬৫.৯৪	--	৩৬৫.৯৪	৭১৩	৩২৬.৯৭	--	৩২৬.৯৭
৩	আসবাবপত্র	সংখ্যা	২৭৬	১৪.৬১	--	১৪.৬১	২৭৬	১৪.৫৬	--	১৪.৫৬
৪	অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	২৩	১৩.৫৫	--	১৩.৫৫	২৩	১১.৮৮	--	১১.৮৮
৫	এ্যাম্বুলেন্স	সংখ্যা	১	--	৩০.০০	৩০.০০	১	--	৩০.০০	৩০.০০
৬	জেনারেটর	সংখ্যা	১	--	২৫.০০	২৫.০০	১	--	২৫.০০	২৫.০০
৭	ওয়াটার রিজারভার ও সোলার প্যানেল	সংখ্যা	১	--	২৫.০০	২৫.০০	১	--	২৫.০০	২৫.০০
৮	ভূমি ক্রয়	শতক	৬০	--	৯০.০০	৯০.০০	৬০	--	৯০.০০	৯০.০০
৯	ভূমি উন্নয়ন	শতক	৬০	--	৬৫.০০	৬৫.০০	৬০	--	৬৫.০০	৬৫.০০
১০	নির্মাণ	ব:মি:	৭৩১১.১৮	৮২০.০০	৭৮০.০০	১৬০০.০০	৭৩১১.১৮	৮১৩.৭৮	৭৮০.০০	১৫৯৩.৭৮
১১	অন্যান্য	থোক	--	--	২৯.০০	২৯.০০	--	--	২৯.০০	২৯.০০
	মোট =			**১২১৪.১০**	**১০৭৯.২৮**	**২২৯৩.৩৮**		**১১৬৭.১৯**	**১০৭৯.২৮**	**২২৪৬.৪৭**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৭.১ প্রকল্পের পটভূমি: ডায়াবেটিক রোগীদের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ২রা জুলাই হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতি গড়ে তোলা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে হবিগঞ্জে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করছে। সমিতি হবিগঞ্জ পুরাতন সরকারি হাসপাতালে এ রোগের বহির্বিভাগ সেবা প্রদানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ সমিতি ডায়াবেটিক রোগীদের ভর্তুকিকৃত ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। হবিগঞ্জ জেলা ছাড়াও এর আশেপাশের অনেক অঞ্চলের লোককে এখানে চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে। স্থানীয় সমাজসেবী, শিল্পপতি ও ওয়েজ আর্নারদের সহায়তায় এ হাসপাতাল পরিচালিত হচ্ছে। এদের সহায়তায় হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি ডায়াবেটিক ও জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। কিন্তু সরকারি সহায়তা ছাড়া এটা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এখানে যাদের চিকিৎসা দেয়া হয় তারা অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র যাদের চিকিৎসার জন্য অর্থ ব্যয় করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ সরকার উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ও দারিদ্র বিমোচন কৌশলেও দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া হয়েছে। এসব দিক বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) ডায়াবেটিক রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;

খ) ডায়াবেটিস রোগীরা যাতে দৈনন্দিন জীবনে নিয়ম-কানুন মেনে চলে সেজন্য তাদের সঠিক পরামর্শ দেয়া;

গ) দেশের ডায়াবেটিক রোগীদের চিহ্নিত করে তাদের সাধারণ জীবন-যাপন ও পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক ও উপদেশমূলক সেবা বৃদ্ধি করা;

ঘ) ডায়াবেটিক রোগীদের প্রয়োজনীয় ও সঠিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

ঙ) ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;

চ) ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণ; এবং

ছ) শিশু ও মহিলা ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত:

৮.১ **প্রকল্প অনুমোদন: প্রকল্পটির উপর ১২/১২/২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ২১৯৮.৯২ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১১৫৬.৮৯ লক্ষ টাকা, সংস্থা- ১০৪২.০৩ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৮/০৪/২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।**

৮.২ **প্রকল্প সংশোধন:** মূল অনুমোদনের পর ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এডিপি'তে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না পাওয়ায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রকল্পের শুরুতে কিছুটা বিলম্ব হয়। মূল ডিপিপি প্রণয়নের প্রাক্কালে এলজিইডি কর্তৃক ২০১১ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ কাজের প্রাক্কলণ প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়, মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য আহবানকৃত দরপত্রের দরদাতাগণ কর্তৃক উদ্ধৃত মূল্য ডিপিপি সংস্থানের চেয়ে অধিক হওয়ায় দরপত্র বাতিল করা হয়। ফলে মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য তখনকার বাজার দর যাচাই করে ডিপিপি সংশোধনের জন্য ০২/০৬/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সুপারিশ করা হয়। ২৮/০৭/২০১৩ তারিখে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন করা হয়। সংশোধিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪.২৮% বৃদ্ধি করে ২২৯৩.৩৮ **লক্ষ টাকা (জিওবি- ১২১৪.১০ লক্ষ টাকা, সংস্থা- ১০৭৯.২৮ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ০৫/০৯/২০১৩ তারিখে সংশোধিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।**

৯। **বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য):**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয় (জিওবি)		
	মোট	টাকা	সংস্থা		মোট	টাকা	সংস্থা
২০১০-২০১১	-	-	-	-	-	-	-
২০১১-২০১২	২০০.০০	২০০.০০	-	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	-
২০১২-২০১৩	২৫৭.০০	২৫৭.০০	-	২৫৭.০০	২৫৭.০০	২৫৭.০০	-
২০১৩-২০১৪	৮০৭.০০	৮০৭.০০	-	৮০৭.০০	৭৬০.১৯	৭৬০.১৯	-
মোট:	১২৬৪.০০	১২৬৪.০০	-	১২১৪.০০	১১৬৭.১৯	১১৬৭.১৯	-

১০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	হতে	পর্যন্ত
০১	জনাব পিযুষ কান্তি দত্ত উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ	১২/০৬/২০১১	০৬/০৫/২০১৩
০২	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম পাটওয়ারী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	০৬/০৫/২০১৩	৩০/০৬/২০১৪

১১। **প্রকল্প পরিদর্শন:** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে মহাপরিচালক, আইএমইডি কর্তৃক গত ১১/০৯/২০১৫ তারিখে হবিগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। আইএমইডি'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের সহকারী পরিচালক ফারজানা হোসেন উক্ত পরিদর্শনকালে মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের সময় এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত থাকলেও প্রত্যাশী সংস্থা হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতির কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

১২। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা;

(খ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য;

(গ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা;

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় জিওবি অর্থায়নে সম্পাদিত দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা; এবং

(চ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত প্রত্যাশী সংস্থার বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনা।

১৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

(ক) ৬ তলাবিশিষ্ট ৭৩১১.১৮ বর্গমিটার হাসপাতাল ভবন নির্মাণ;

(খ) ১টি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়;

(গ) যন্ত্রপাতি ক্রয়;

(ঘ) আসবাবপত্র ক্রয়;

(ঙ) ১টি জেনারেটর ক্রয়।

১৪। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ:** প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

১৪.১ মেশিনারী ও মেডিকেল যন্ত্রপাতি: প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসার জন্য জিওবি অর্থে ৩৬৫.৯৪ লক্ষ টাকায় ৭১৩টি মেশিনারী ও মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ৩২৬.৯৭ লক্ষ টাকায় সবগুলো মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আরডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা দরপত্রে দর কম হওয়ায় এ খাতে ব্যয় কম হয়েছে। পরিদর্শনকালে এসব যন্ত্রপাতি হাসপাতালের বিভিন্ন কক্ষে রক্ষিত দেখা যায়। বর্তমানে এসব যন্ত্রপাতি ও মেডিকেল সরঞ্জাম হাসপাতালে চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

চিত্র- ১: হাসপাতালে বর্তমানে চালুকৃত আধুনিক ডায়ালসিস যন্ত্রপাতি

চিত্র-২: হাসপাতালের নীচ তলার একটি কক্ষে বসানো এক্স-রে মেশিন

১৪.২ আসবাবপত্র: প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতালে রোগীদের ব্যবহারের জন্য জিওবি অর্থে ১৪.৬১ লক্ষ টাকায় ২৭৬টি আসবাবপত্র ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ১৪.৫৬ লক্ষ টাকায় পুরো আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। হাসপাতাল পুরোপুরি ব্যবহার না হওয়ায় এসব আসবাবপত্র বিভিন্ন কক্ষে মজুদ রাখা হয়েছে।

চিত্র-৩: হাসপাতালে সংগৃহকৃত অব্যবহৃত রোগীদের বেড

১৪.৩ অফিস যন্ত্রপাতি: প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতালের অফিস এবং রোগীদের সেবামূলক কাজে ব্যবহারের জন্য জিওবি অর্থে ১৩.৫৫ লক্ষ টাকায় ২৩টি অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ১১.৮৮ লক্ষ টাকায় অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আরডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা দরপত্রে দর কম হওয়ায় এ খাতে ব্যয় কম হয়েছে।

১৪.৪ এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়: প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালে রোগীদের ব্যবহারের জন্য আরডিপিপিতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৩০.০০ লক্ষ টাকায় প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে একটি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে। তবে এ্যাম্বুলেন্সটি সরাসরি বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে, এখনও হাসপাতালে এসে পৌঁছেনি। অতি শীঘ্রই এ্যাম্বুলেন্সটি হাসপাতালে পৌঁছবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক ও হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতির প্রতিনিধি জানিয়েছেন।

১৪.৫ জেনারেটর ক্রয়: হাসপাতালে জরুরি প্রয়োজনে এবং লোড শেডিং-এ সময় বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত ২৫.০০ লক্ষ টাকায় (সংস্থার নিজস্ব) ৫০ কেভিএ একটি জেনারেটর ক্রয়ের সংস্থান আরডিপিপিতে ছিল। উক্ত অর্থ ব্যয়ে ৫০ কেভিএ একটি জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত জেনারেটর দিয়ে হাসপাতাল সম্পূর্ণভাবে চালু রাখা সম্ভব নয় বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। উক্ত অর্থ তাই বিদ্যুতের লোড শেডিং-এর বিষয়টি লক্ষ্য করে হাসপাতালের চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে প্রত্যাশী সংস্থার নিজস্ব অর্থে ৫২.০০ টাকায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ৮০০ কেভিএ সাব-স্টেশনসহ ক্রয় করা হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই সাব-স্টেশন হাসপাতালে স্থাপন করা হবে। উল্লেখ্য, ডিপিপিতে প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে সংস্থানকৃত সোলার প্যানেল স্থাপন বাবদ ১০.০০ লক্ষ টাকা সাব-স্টেশন ক্রয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৪.৬ হাসপাতাল ভবন নির্মাণ: হবিগঞ্জ জেলা শহরের পাশে খোয়াই নদীর তীরে মাছুলিয়া এলাকায় মনোরম পরিবেশে প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ভিতের উপর ৬ তলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। জেনারেটর ও বিদ্যুতের সাব-স্টেশন রাখার জন্য ভবনের এক পাশে পাম্প হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। নীচ তলা ১২১৮.৫৮ বর্গমিটার এবং ২য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত প্রতি তলায় ১১৬০.৯৭ বর্গমিটার সর্বমোট ৭৩১১.১৮ বর্গমিটার ভবন নির্মাণের জন্য ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮২০.০০ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ৭৮০.০০ লক্ষ টাকা) আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ১৫৯৩.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮১৩.৭৮ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ৭৮০.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। হাসপাতালে ১০০০ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ফুজি কোম্পানীর ১টি লিফট স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র-৪: ৬ তলা বিশিষ্ট হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল

চিত্র-৫: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল উদ্বোধন

(ক) জিওবি অর্থের নির্মাণ কাজ:

১৫। **জিওবি অর্থের নির্মাণ কাজের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা:** প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা চক্ষু হাসপাতাল ভবন (সিভিল, স্যানিটারী, পাম্প হাউস, জেনারেটর কক্ষ, বাউন্ডারী ওয়াল, লিফট স্থাপন ও অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক সংযোগ) নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে মোট ১৬০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জিওবি খাতে ৮২০.০০ লক্ষ টাকায় ভবনের ৪র্থ তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা নতুনভাবে নির্মাণের জন্য ১টি এবং পূর্বের স্ট্রাকচারসহ নির্মিত ১ম হতে ৩য় তলা পর্যন্ত মেরামত ও ফিনিশিং কাজ সম্পন্নের জন্য ১টি অর্থাৎ মোট ২টি প্যাকেজের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। যা নিম্নরূপঃ

১৫.১ <u>হাসপাতাল ভবন নির্মাণ (প্যাকেজ নং-১):</u> ভবন নির্মাণের জন্য দরপত্র প্যাকেজ-১ এ মোট ৩৯৯.৯৬ লক্ষ টাকার দাপ্তরিক প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। এ লক্ষ্যে ২০/০১/২০১২ তারিখে দৈনিক কালেরকণ্ঠ ও দি ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ছিল ১৪/০২/২০১২ এবং উক্ত তারিখেই দরপত্র খোলা হয়। মোট ৩টি দরপত্র জমা পড়ে। এর মধ্যে ২টি রেসপনসিভ ও ১টি নন-রেসপনসিভ হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ০৮/০৩/২০১২ তারিখে সভা আহবান করে সিএস তৈরি করে এবং ২০/০৩/২০১২ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন। SM (JV) Puran Musefi Quarter, হবিগঞ্জ-এর অনুকূলে ২৮/০৩/২০১২ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের সাথে ১৯/০৪/২০১২ তারিখে ৪৪৪.৬৯ লক্ষ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং উক্ত তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ৩০/০৫/২০১৩ তারিখে কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্ত হয় ২০/০৬/২০১৪ তারিখে। বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের কারণে মালামাল পরিবহনে বিলম্ব এবং ভবনের ডিজাইন পেতে বিলম্ব হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত না করায় ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে সময় বৃদ্ধি করা হয়। নির্মাণ কাজের চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় ৪৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা।

১৫.২ <u>হাসপাতাল ভবন নির্মাণ (প্যাকেজ নং-২):</u> ভবন নির্মাণের জন্য দরপত্র প্যাকেজ-২ এ মোট ৩৩৭.৭৩ লক্ষ টাকার দাপ্তরিক প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। এ লক্ষ্যে ১১/০১/২০১৩ তারিখে দৈনিক ভোরের কাগজ ও দি ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ছিল ০৬/০২/২০১৩ এবং উক্ত তারিখেই দরপত্র খোলা হয়। মোট ৪টি দরপত্র জমা পড়ে এবং ৪টিই রেসপনসিভ হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ২৭/০২/২০১৩ তারিখে সভা আহবান করে সিএস তৈরি করে এবং ২৪/০৩/২০১৩ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন। SM (JV) Puran Musefi Quarter, হবিগঞ্জ-এর অনুকূলে ৩১/০৩/২০১৩ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের সাথে ২১/০৪/২০১৩ তারিখে ৩৬৯.১৯ লক্ষ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং উক্ত তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ২৭/০৪/২০১৪ তারিখে কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্ত হয় ২০/০৬/২০১৪ তারিখে। পানির পাম্প স্থাপনের জায়গা নির্ধারণে বিলম্ব হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত না করায় ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে সময় বৃদ্ধি করা হয়। নির্মাণ কাজের চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় ৩৬৯.১০ লক্ষ টাকা।

(খ) প্রত্যাশী সংস্থার অর্থের নির্মাণ কাজ:

১৫.৩ মূল ডিপিপিতে ভবন নির্মাণ অংগে প্রত্যাশী সংস্থার নিজস্ব ৭৩৮.২১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্প শুরু হওয়ার পূর্বে হাসপাতাল ভবনের ৬ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৩য় তলা পর্যন্ত স্ট্রাকচার নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছিল। যেহেতু হাসপাতাল ভবন পূর্বে ৩ তলা পর্যন্ত স্ট্রাকচার সম্পন্ন করা হয়েছিল তাই প্রকল্প সংশোধনের প্রাক্কালে নির্মাণ অংগে সংস্থার নিজস্ব টাকা বৃদ্ধিপূর্বক ৭৮০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে আরডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। পূর্বের ৩ তলা ভবনের মধ্যে ২য় তলায় হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতির একজন সদস্যের অনুদানের অর্থে একটি ওয়ার্ড ("খন্দকার মেটারনিটি ওয়ার্ড") নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র- ৬: হাসপাতালের ২য় তলায় অনুদানের অর্থে নির্মিত "খন্দকার মেটারনিটি ওয়ার্ড"

১৬। **প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) ডায়াবেটিক রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;	প্রকল্পের আওতায় সচেতনতামূলক ব্যয়সহ কোন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে ডায়াবেটিক রোগের প্রাদুর্ভাব ও এর প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম চালনার জন্য হাসপাতালে একটি টেলিভিশনসহ ভিডিও চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে হাসপাতালে আগত রোগীদের ডায়াবেটিক রোগ ও এর প্রতিরোধ সম্পর্কে নিয়মিত প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে;
খ) ডায়াবেটিস রোগীরা যাতে দৈনন্দিন জীবনে নিয়ম-কানুন মেনে চলে সেজন্য তাদের সঠিক পরামর্শ দেয়া;	ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনে খাদ্যাভাস, পথ্য সম্পর্কিত ও নিয়মিত ব্যায়াম করার জন্য সঠিক পরামর্শ দেয়া হয়;
গ) দেশের ডায়াবেটিক রোগীদের চিহ্নিত করে তাদের সাধারণ জীবন-যাপন ও পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক ও উপদেশমূলক সেবা বৃদ্ধি করা;	ডায়াবেটিক রোগীদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় ৭৩১১.১৮ বর্গমিটার বিশিষ্ট ৬ তলা ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত হাসপাতালে ডায়াবেটিক রোগীর জন্য আউটডোর ও ইনডোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে আউটডোর চিকিৎসা সেবা চালু করা হলেও ইনডোর চিকিৎসা সেবা এখনও চালু করা হয়নি;
ঘ) ডায়াবেটিক রোগীদের প্রয়োজনীয় ও সঠিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;	ডায়াবেটিক রোগীদের প্রয়োজনীয় ও সঠিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা করা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে ভবিষ্যতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগীদের ভোকেশনাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হবে;

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ঙ) ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;	কমপক্ষে ৩০% গরীব রোগীদের সেবা প্রদানের বিষয়টি হাসপাতালের কোথাও সাইনবোর্ড টানানো হয়নি এবং হাসপাতাল বন্ধ থাকায় আউটডোরে আগতদের মধ্যে ৩০% গরীব রোগীকে বিনামূল্যে সেবা প্রদানের বিষয়টি দেখা সম্ভব হয়নি।
চ) ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণ; এবং	হাসপাতালে কর্মরত ১ জন ডাক্তার, ২ জন নার্স এবং ১ জন টেকনিশিয়ানকে ডায়াবেটিক ও ডায়ালসিস সম্পর্কে বারডেম থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
ছ) শিশু ও মহিলা ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে।	শিশু, মহিলা ও পুরাতন ডায়াবেটিক রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার বিষয়টি ভবিষ্যতে প্রাধান্য দেয়া হবে।

১৭। প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:

(ক) <u>প্রকল্পের অর্জন:</u>

১৭.১ <u>হবিগঞ্জসহ আশে-পাশের জেলায় জনগণের জন্য ডায়াবেটিক চিকিৎসার সুবিধা সম্প্রসারণ:</u> **হবিগঞ্জ ও এর আশে-পাশের জেলার জনগণকে উন্নত ডায়াবেটিক চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে হবিগঞ্জ শহরের পাশে খোয়াই নদীর তীরে মাছুলিয়া এলাকায় হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রোগীরা এখানে প্রতিদিন বহির্বিভাগে উন্নত পরিবেশে ও উন্নত মেডিকেল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগের চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবে এবং বাজারে প্রচলিত মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে ডায়াবেটিক ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করছে।** হাসপাতালে বর্তমানে ডায়ালসিস ও আউটডোর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কিন্তু রোগী ভর্তি বা ইনডোর চিকিৎসা এখনও চালু করা হয়নি। **হাসপাতালে বর্তমানে আউটডোরে দৈনিক গড়ে ৫৫ জন ডায়াবেটিকসহ অন্যান্য রোগীর সেবা প্রদান করা হচ্ছে মর্মে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান।**

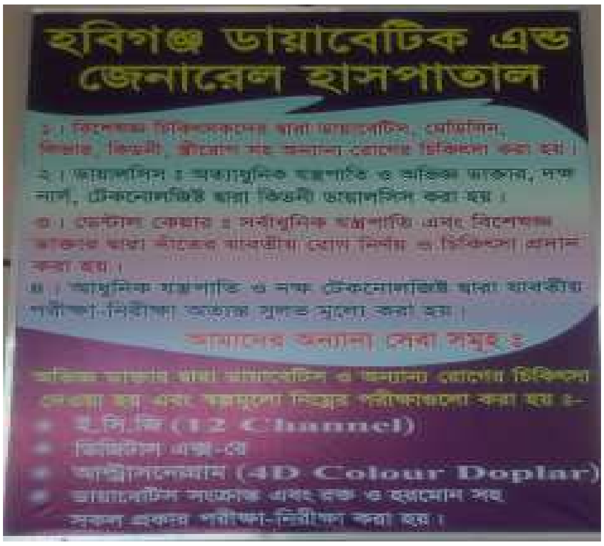

চিত্র- ৭: হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতালে যেসব চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে

(খ) <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণ:</u>

১৭.২ **<u>বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ:</u>** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি জুন, ২০১৪'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ০৬/০৮/২০১৫ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ১ (এক) বছর ১ (এক) মাস পর। যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত।

১৭.৩ **ভবনের ফিনিশিং কাজে কিছু ত্রুটি:**

(ক) পরিদর্শনের সময় হাসপাতাল ভবনের সিঁড়ির পাশে স্থাপিত বিদ্যুৎ বোর্ডগুলোর উপরে ও নীচে বৈদ্যুতিক তার খোলা অবস্থায় দেখা যায়;

(খ) নীচ তলার এক্স-রে রুমের সামনের দেয়ালে স্থাপিত বৈদ্যুতিক সার্কিটের তার খোলা অবস্থায় রয়েছে। এক্স-রে রুমের অভ্যন্তরে দরজার উপর দিয়ে এক্স-রে মেশিনের ক্যাবল খোলাভাবে ঝুলন্ত থাকতে দেখা যায়;

(গ) হাসপাতাল ভবনের কক্ষের কয়েকটি দরজার কাঠ নিম্নমানের পরিলক্ষিত হয়েছে;

(ঘ) হাসপাতাল ভবনের ৫ম তলায় দক্ষিণ পাশের একটি ওয়ার্ডের দেয়ালে কিছুটা ড্যাম্প দেখা যায়;

(ঙ) হাসপাতালের অভ্যন্তরের বারান্দার ড্রপ ওয়ালের কয়েকটি জায়গায় ক্রাক পরিলক্ষিত হয়েছে।

চিত্র- ৮: হাসপাতাল ভবনের সিঁড়ির পাশে উন্মুক্ত বিদ্যুৎ বোর্ড ও বৈদ্যুতিক ক্যাবল

চিত্র-৯: ২য় তলায় বারান্দার পূর্ব প্রান্তে রেলিং-এর নীচে প্লাস্টারের রং উঠে গেছে

চিত্র-১০: হাসপাতালের অভ্যন্তরের বারান্দার দেয়ালে ফ্লোর সমমানে প্লাস্টারে ফাটল দেখা যায়

চিত্র-১১: ৫ম তলায় ওয়ার্ডের এক পাশে দেয়াল কিছুটা ড্যাম্প হয়ে গেছে

১৭.৪ ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু না করা: প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাসপাতালে এখনো ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু করা হয়নি। ফলে হাসপাতালের জন্য ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও বেডগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে;

১৭.৫ হাসপাতাল ভবন যথাযথ ব্যবহার না করা: ৬ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনটির নীচ তলায় এক্স-রেসহ রোগীদের রেজিষ্ট্রেশন, ডাক্তারদের কক্ষ এবং ২য় তলায় ডায়ালসিসসহ অন্যান্য চিকিৎসা সেবা ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু ৩য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত খালি অবস্থায় পড়ে আছে। এ ফ্লোরগুলোতে ইনডোর সেবা প্রদান করা হবে বলে জানা যায়। হাসপাতাল পুরোপুরি চালু না হওয়ায় মেডিকেল যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি ও বেডগুলো নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৭.৬ ৩০% গরীব রোগীকে সেবা প্রদান সম্পর্কিত কোন সাইনবোর্ড না থাকা: **"বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা"** অনুযায়ী বাস্তবায়িত **হাসপাতালসমূহে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে এবং এ লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বিষয়টি সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে হাসপাতাল ভবনের সম্মুখে কোন সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়নি। হাসপাতাল বন্ধ থাকায় ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদানের বিষয়টি জানা সম্ভব হয়নি। হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতির** প্রতিনিধি টেলিফোনে জানান, আগস্ট ২০১৫ মাসে মোট ১৪২৬ জন রোগী আউটডোরে সেবা নিতে রেজিষ্ট্রেশন করেছেন। তন্মধ্যে ৩২৮ জন গরীব রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। তবে হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতি'র যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল এবং **৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান** উল্লেখপূর্বক কোন সাইনবোর্ড নেই।

১৮। সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা:

১৮.১ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ অনাকাংখিত। কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৮.২ হাসপাতাল ভবনের বৈদ্যুতিক বোর্ডগুলো দুর্ঘটনা পরিহারের লক্ষ্যে এবং সৌন্দর্য্য রক্ষার্থে হার্ডবোর্ড অথবা অন্য কোনভাবে ঢেকে দিতে হবে;

১৮.৩ যেসব স্থানে দেয়ালে ড্যাম্প বা রং নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলো মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে যে সকল স্থানে ক্রাক দেখা গেছে, এলজিইডি'র প্রকৌশলী ভালভাবে দেখে তা মেরামতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

১৮.৪ ডায়াবেটিক রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাশীঘ্র ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৫ হাসাপাতাল দ্রুত চালুকরণের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত আসবাবপত্র, বেড ও মেডিকেল যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সংগৃহীত মালামাল নষ্ট হয়ে না যায়;

১৮.৬ ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং তা একটি আলাদা রেজিষ্ট্রারে রোগীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে পরবর্তীতে কেউ এ বিষয়ে কোন তথ্য জানতে চাইলে তা সম্ভব হয়;

১৮.৭ হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতি'র যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল উল্লেখপূর্বক সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে;

১৮.৮ পিসিআর-এ প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন হয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত Audit প্রতিবেদনের ছায়ালিপি আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৮.৯ ১৮.১ থেকে ১৮.৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দিক নির্দেশনার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে জানাতে হবে।

"চাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ (সংশোধিত)" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : বালিগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর

২। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : সমাজসেবা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা (বিএনএসবিসিএন)

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত * বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৯৪৭.০১ ৬৭৪.৪১ (২৭২.৬০)	১০৩০.৮৯ ৭৩৪.৪১ (২৯৬.৪৮)	৯৫৭.৮১ ৭২৫.২৭ (২৩২.৫৪)	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	১০.৮০ (১.১৪%)	১ বছর ৬ মাস (১০০%)

* ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	আরডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	**সংস্থা**	**মোট**	**বাস্তব**	জিওবি	**সংস্থা**	**মোট**
১	জনবলের বেতন ও ভাতা	জন	৯	-	১০.০০	১০.০০	৯	-	৯.৪০	৯.৪০
২	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	থোক	-	-	২.০০	২.০০	-	-	২.০০	২.০০
৩	জ্বালানী	থোক	-	-	২.০০	২.০০	-	-	২.০০	২.০০
৪	যন্ত্রপাতি ও মেডিকেল সরঞ্জাম	সংখ্যা	২২৮	১৩০.০০	৩০.০০	১৬০.০০	২২৮	১২৭.০২	৩০.১৪	১৫৭.১৬
৫	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৩৪০	-	২৫.০০	২৫.০০	১১০৫	-	২৫.০০	২৫.০০
৬	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	৩৩	১৫.০০	১০.০০	২৫.০০	৩৩	১৫.০০	৫.৯৯	২০.৯৯
৭	যানবাহন/এ্যাম্বুলেন্স	সংখ্যা	১	-	৩২.০০	৩২.০০	১	-	৩২.০০	৩২.০০
৮	জেনারেটর	সংখ্যা	১	-	২৫.০০	২৫.০০	১	-	২৫.০০	২৫.০০
৯	ভূমি ক্রয়	শতাংশ	৪৫.২০	-	৭৮.০০	৭৮.০০	৪৫.২০	-	৭৮.০০	৭৮.০০
১০	নির্মাণ	বঃমিঃ	২৮০৮	৫৮৩.২৫	৭৮.৪৩	৬৬১.৬৮	২৮০৮	৫৮৩.২৫	২৩.০০	৬০৬.২৫
১১	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	-	৬.১৬	৪.০৫	১০.২১		-	-	০.০০
	মোটঃ			**৭৩৪.৪১**	**২৯৬.৪৮**	**১০৩০.৮৯**		**৭২৫.২৭**	**২৩২.৫৪**	**৯৫৭.৮১**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় **আরডিপিপি অনুযায়ী কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।**

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৭.১ **পটভূমি: ১৯৮০ এর শেষ দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের প্রকৌশলী, চিকিৎসাবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবি, সাংবাদিক ও সমাজকর্মীগণ চক্ষু রোগীদের সেবাদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংস্থার মাধ্যমে প্রথমে চাঁপাইনবাবগঞ্জে ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবির-এর মাধ্যমে সেবা প্রদান শুরু করা হয়, যা জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা প্রতিষ্ঠার পর থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং এর পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের অধিবাসীরা চক্ষু চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে আসছিল। প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা হতে প্রায় ৩০-৩৫ জন রোগী উক্ত হাসপাতালের বহিঃবিভাগ হতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতো। রোগীদের চোখের বিভিন্ন পরীক্ষা করার ব্যবস্থা এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে করা হতো। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এখানে বিদ্যমান অপারেশন থিয়েটারের মাধ্যমে ১০-১২ জন রোগীর ছানি অপারেশন করা হতো।** ইনডোর বিভাগে রোগীর নিয়মিত ঔষধ, চশমা, উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। এ হাসপাতালটি অপারেশন থিয়েটারের মাধ্যমে ১৯৯৭ সাল থেকে অসংখ্য চক্ষু রোগীর অপারেশন সম্পন্ন করেছে। চক্ষু রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য আনুষংগিক সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। স্থানাভাবে ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জামাদির অভাবে আগত রোগীদের সঠিকভাবে চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না বিধায় বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৬ তলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ও আনুষংগিক প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

৭.২ উদ্দেশ্য:

ক) চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও এর আশে-পাশের জেলার জনসাধারণের চক্ষু সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে চক্ষু বিষয়ক উন্নত চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ;

খ) চক্ষু রোগীদের ইনডোর ও আউটডোর সেবা প্রদান;

গ) চক্ষু শিবির আয়োজনের মাধ্যমে স্কুল ও কলেজগামী ছাত্র/ছাত্রীদের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা;

ঘ) মানুষকে চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা করা এবং তাদের পুনর্বাসন করা;

ঙ) ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;

চ) চক্ষুরোগীদেরকে স্বল্পমূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা; এবং

ছ) সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে চক্ষুরোগ বিষয়ে সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন ও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত:

৮.১ প্রকল্প অনুমোদন: **প্রকল্পটির উপর ২৫/৫/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ৯৪৭.০১ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৬৭৪.৪১ লক্ষ টাকা, সংস্থা- ২৭২.৬০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৭/০৮/১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।**

৮.২ প্রকল্প সংশোধনের কারণ: মূল ডিপিপি প্রণয়নের প্রাক্কালে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০০৮ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু প্রকল্প অনুমোদনের পর প্রকল্প বাস্তবায়নকালে রেট সিডিউল ২০১১ অনুসরণ করায় নির্মাণ কাজে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অন্যান্য খাতে (জনবল, সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও জ্বালানী খাতে অর্থ হ্রাস এবং এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়, নির্মাণ, কন্টিনজেন্সি) ব্যয় সমন্বয় করে ১৮/১১/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। **পুনর্গঠিত আরডিপিপি ১০৩০.৮৯ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৭৩৪.৪১ লক্ষ টাকা, সংস্থা- ২৯৬.৪৮ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৮/১১/২০১২ তারিখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।**

৮.৩ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি: প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ, যন্ত্রপাতি ও মেডিকেল সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ক্রয়, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন/এ্যাম্বুলেন্স, জেনারেটর স্থাপন ইত্যাদি কাজগুলো যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় আইএমইডি'র মতামতের প্রেক্ষিতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ এর পরিবর্তে ৬ মাস বৃদ্ধি করে জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৯। **বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য):**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয় (জিওবি)		
	মোট	টাকা	সংস্থা		মোট	টাকা	সংস্থা
২০১১-২০১২	-	-	-	-	-	-	-
২০১২-২০১৩	২৭৪.০০	২৭৪.০০	-	২৭৪.০০	২৭৪.০০	২৭৪.০০	-
২০১৩-২০১৪	৪৫১.২৭	৪৫১.২৭	-	৪৫১.২৭	৪৫১.২৭	৪৫১.২৭	-
মোট =	৭২৫.২৭	৭২৫.২৭	-	৭২৫.২৭	৭২৫.২৭	৭২৫.২৭	-

১০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	হতে	পর্যন্ত
০১	জনাব মো: রবিউল ইসলাম উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৭/০৫/২০১২	৩০/০৬/২০১৪

১১। **প্রকল্প পরিদর্শন:** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ০৮/০৫/২০১৫ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১২। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা।

(খ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য;

(গ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা;

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় জিওবি অর্থায়নে সম্পাদিত দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা;

(ঙ) আইএমইডি কর্তৃক ১২/০৯/২০১৩ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন পরবর্তী সময়ে প্রণীত পরিদর্শন প্রতিবেদন ও ২০/০৪/২০১৪ তারিখে বর্ণিত পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর অনুষ্ঠিত ফলো-আপ সভার প্রতিবেদন পর্যালোচনা; এবং

(চ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত প্রত্যাশী সংস্থার বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনা।

১৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

(ক) প্রতি ফ্লোর ৫০৩৭.৮২ বর্গফুট হিসেবে ৬ তলাবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ;

(খ) ১টি মাইক্রোবাস ক্রয়;

(গ) যন্ত্রপাতি ক্রয়;

(ঘ) আসবাবপত্র ক্রয়;

(ঙ) ১টি জেনারেটর ক্রয়।

১৪। প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ: প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

১৪.১ যন্ত্রপাতি ও মেডিকেল সরঞ্জাম: প্রকল্পের আওতায় ১৬০.০০ লক্ষ টাকায় (জিওবি- ১৩০.০০ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ৩০.০০ লক্ষ টাকা) ২২৮টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ১৫৭.১৬ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১২৭.০২ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ৩০.১৪ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। বর্তমানে এসব যন্ত্রপাতি ও মেডিকেল সরঞ্জাম চক্ষু চিকিৎসা ও চক্ষু অপারেশনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৪.২ আসবাবপত্র: প্রকল্পের আওতায় চক্ষু হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য ২৫.০০ লক্ষ টাকায় (সংস্থার নিজস্ব) ১৩৪০টি আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ১২.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১০৫টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। এ আসবাবপত্রগুলো বর্তমানে হাসপাতালে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কিছু অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। তবে আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়নি। যেমন- আরডিপিপিতে ৫০টি বেড ক্রয় করার কথা থাকলেও ৩০টি বেড ক্রয় করা হয়েছে। এভাবে মোট ৩৬ ধরনের আসবাবপত্রের মধ্যে ৩টি আইটেমে অনুমোদিত সংস্থানের চেয়ে বেশী ও ৩২টি আইটেমে অনুমোদিত সংস্থানের চেয়ে কম আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ১টি আইটেম (এ্যালুমিনিয়াম) ক্রয় করা হয়নি।

১৪.৩ অফিস সরঞ্জাম ক্রয়: প্রকল্পের আওতায় চক্ষু চিকিৎসার উপকরণ ও অফিস সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ২৫.০০ লক্ষ টাকায় (জিওবি- ১৫.০০ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ১০.০০ লক্ষ টাকা) ৩৩টি অফিস সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ২০.৯৯ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৫.০০ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ৫.৯৯ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে ৩৩টি অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। এ অফিস সরঞ্জামগুলো বর্তমানে হাসপাতালে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৪.৪ যানবাহন: প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালে রোগীদের ব্যবহারের জন্য আরডিপিপিতে ৩২.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৩২.০০ লক্ষ টাকায় প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে একটি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে। এ্যাম্বুলেন্সটি বর্তমানে হাসপাতালে ব্যবহার করা হচ্ছে।

চিত্র-১: হাসপাতালে রোগীদের ব্যবহারের জন্য ক্রয়কৃত এ্যাম্বুলেন্স

চিত্র-২: চোখ পরীক্ষার সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি

১৪.৫ জেনারেটর: হাসপাতালে জরুরি প্রয়োজনে এবং লোড শেডিং-এ সময় বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত ২৫.০০ লক্ষ টাকায় (সংস্থার নিজস্ব) ১০০ কেভিএ একটি জেনারেটর ক্রয়ের সংস্থান আরডিপিপিতে ছিল। উক্ত অর্থ ব্যয়ে ৩০ কেভিএ একটি জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে।

১৪.৬ **নির্মাণ:** প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ অংগে ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা (২৮০৮ বর্গমিটার) চক্ষু হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া নির্মাণ কাজের মধ্যে ভবনের স্যানিটারী, অভ্যন্তরীণ ও বহি:বিদ্যুতায়ন, সাব-স্টেশন, লিফট, ড্রেন, বাউন্ডারী ওয়াল অন্তর্ভুক্ত ছিল। নির্মাণ খাতে আরডিপিপিতে ৬৬১.৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৫৮৩.২৫ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ৭৮.৪৩ লক্ষ টাকা) সংস্থানের বিপরীতে ৬০৬.২৫ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৫৮৩.২৫ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ২৩.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। হাসপাতালে ৮০০ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি লিফট, ২৫০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন করা হয়। গাড়ি পার্কিং, বাউন্ডারী ওয়াল, ভবনের ছাদে ৪টি পানির ট্যাংক (প্রতিটি ২০০০ লিটার), ১৫০০ ওয়াট ৫টি সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

নির্মিত চক্ষু হাসপাতাল ভবনটির নিচ তলায় বহির্বিভাগ, ২য় তলায় অপারেশন থিয়েটার, ৩য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা রোগীর বেড, ওয়ার্ড ও কেবিনের জন্য ব্যবহার করা হবে। কিন্তু বর্তমানে ২য় থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত খালি পড়ে রয়েছে। ভবনের মাঝখানে ১টি সিঁড়ি ও লিফট স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় লিফট চালু অবস্থায় দেখা গেছে। পরিদর্শনের সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভবনের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক মনে হয়েছে এবং এর সুপার স্ট্রাকচারে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে ভবনের ফিনিসিং কাজে নিম্নবর্ণিত ত্রুটিগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে যা পরবর্তীতে অনুচ্ছেদ ১৭.২ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

চিত্র-৩: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬ তলা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল

চিত্র-৪: একই বৈদ্যুতিক বোর্ডে দুই কালারের সুইচ সংযোজন

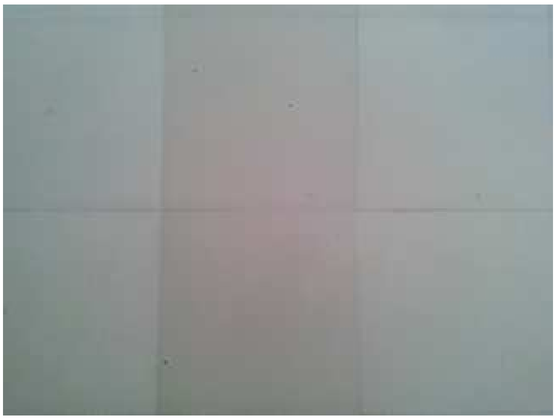

চিত্র-৫: ফ্লোরে বিভিন্ন কালার ও আকারের টাইলস বসানো হয়েছে

১৪.৭ <u>বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের নীতিমালা অনুসরিত হওয়া:</u> **আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৩০.৮৯ লক্ষ টাকার (জিওবি- ৭৩৪.৪১ লক্ষ টাকা (৭১%) ও সংস্থা- ২৯৬.৪৮ লক্ষ টাকা (২৮%)) বিপরীতে ৯৫৭.৮১ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৭২৫.২৭ লক্ষ টাকা (৭৫%) ও সংস্থা- ২৩২.৫৪ লক্ষ টাকা (২৪%)) ব্যয় হয়েছে। বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের নীতিমালা অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের অবদান মেট্রোপলিটন শহর ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের জন্য কমপক্ষে ২০% হওয়ার নীতিমালাটি বর্ণিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে।**

১৫। **<u>দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা:</u>** প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা চক্ষু হাসপাতাল ভবন (সিভিল, স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক) নির্মাণের জন্য ৫২৯.০২ লক্ষ টাকার দাপ্তরিক প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। এ লক্ষ্যে ২৯/১২/২০১১ তারিখে দৈনিক ভোরের ডাক ও দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় এবং ৩০/১২/২০১১ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

প্রকাশিত হয়। দরপত্র জমাদানের শেষ ৩১/০১/২০১২ তারিখ এবং উক্ত তারিখেই দরপত্র খোলা হয়। মোট ৭টি দরপত্র জমা পড়ে। এর মধ্যে ২টি রেসপনসিভ ও ৫টি নন-রেসপনসিভ হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ২৫/০৪/২০১২ তারিখে সভা আহবান করে এবং ২৬/০৬/২০১২ তারিখে রাজশাহী গণপূর্ত জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন। মেসার্স খান এন্ড সন্স (বিডি) লি:, দিলকুশার অনুকূলে ০৯/০৭/২০১২ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের সাথে ৩০/০৮/২০১২ তারিখে ৫১৭.৩৬ লক্ষ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং উক্ত তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ২৮/০২/২০১৪ তারিখে কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্ত হয় ২৯/০৬/২০১৪ তারিখে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে সময় বৃদ্ধি করা হয়। নির্মাণ কাজের চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় ৫১২.৮৮ লক্ষ টাকা। স্থাপত্য ও কাঠামোগত নক্সা অনুযায়ী ৬ষ্ঠ তলার সামনের দিকে কিছু ফাঁকা রাখায় নির্মাণ ব্যয় কম হয়েছে।

১৬। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও এর আশে-পাশের জেলার জনসাধারণের চক্ষু সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে চক্ষু বিষয়ক উন্নত চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ;	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ও এর আশে-পাশের জেলার জনসাধারণকে কমখরচে চক্ষু বিষয়ক উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামাসহ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে, যা জনগণের চক্ষু সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়;
খ) চক্ষু রোগীদের ইনডোর ও আউটডোর সেবা প্রদান;	প্রতিদিন এ হাসপাতালে চক্ষু রোগীদের আউট ডোর সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আউট ডোরে চক্ষু পরীক্ষা বাবদ প্রতি রোগী থেকে ১০০/- টাকা নেয়া হয়। চক্ষু পরীক্ষার পর দুই চোখের ছানি অপারেশন বাবদ প্রতি রোগী থেকে ৬০০০/- টাকা নেয়া হয়। তবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এখনো ইনডোর কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু করা সম্ভব হয়নি;
গ) চক্ষু শিবির আয়োজনের মাধ্যমে স্কুল ও কলেজগামী ছাত্র/ছাত্রীদের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা;	চক্ষু রোগের ক্যাম্পেইনের আওতায় প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের Amblyopia/অলস চোখ পরীক্ষা করা হয়। প্রতি মাসে বিভিন্ন এলাকায় ক্যাম্প করে ০-১৮ বছর বয়সের শিশুদের ছানি সনাক্ত করা হয় এবং সনাক্তকৃতদের পরবর্তীতে এ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়;
ঘ) মানুষকে চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা করা এবং তাদের পুনর্বাসন করা;	অন্ধ রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে অন্ধত্ব দূরীকরণ সম্ভব এমন রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। অন্ধত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসন করা হচ্ছে;
ঙ) ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;	চোখে ছানি পড়া সম্পর্কে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতি মাসে বিভিন্ন এলাকায় ক্যাম্প করে ক্যাম্পে আগত রোগীদের চোখ বিনামূল্যে পরীক্ষা করা হয়। তবে কমপক্ষে ৩০% গরীব রোগীদের সেবা প্রদানের বিষয়টি হাসপাতালের কোথাও সাইনবোর্ড টানানো হয়নি এবং হাসপাতালে আগতদের মধ্যে ৩০% গরীব রোগীকে বিনামূল্যে সেবা প্রদানের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়নি;
চ) চক্ষুরোগীদেরকে স্বল্পমূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা; এবং	বাজারে প্রচলিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে চোখের বিভিন্ন রোগের নিয়মিত চিকিৎসা করা হচ্ছে;
ছ) সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে চক্ষুরোগ বিষয়ে সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।	চক্ষু রোগের চিকিৎসা ও সচেতনতা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার লিফলেট বিতরণ, পোস্টার, সভা/সেমিনার, বিভিন্ন এলাকায় প্রতিমাসে ক্যাম্প স্থাপন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৭। **প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:**

(ক) **প্রকল্পের অর্জন:**

১৭.১ চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ আশে-পাশের জেলায় জনগণের জন্য চক্ষু চিকিৎসার সুবিধা সম্প্রসারণ: **চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও এর আশে-পাশের জেলার জনগণকে উন্নত চক্ষু চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের বালিগ্রাম আমবাগানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রোগীরা এখানে প্রতিদিন বহি:বিভাগে উন্নত পরিবেশে ও উন্নত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চোখের চিকিৎসা গ্রহণ করেছে এবং বাজারে প্রচলিত মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে ছানি অপারেশনসহ অন্যান্য (**ছানি অপারেশন, গ্লোকোমা, DCR, ট্যারা চক্ষু, এসপিটি, টেরিজিয়াম সেবা) **পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। হাসপাতালে বর্তমানে আউটডোরে দৈনিক গড়ে ৪০ জন চক্ষু রোগীর সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতি মাসে বিভিন্ন এলাকায় ক্যাম্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে চোখের সেবা প্রদান করা হয়।**

(খ) **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

১৭.২ **ভবনে নিম্নমানের ফিনিসিং কাজ:** প্রকল্পটি পরিদর্শনের সময় এর সুপার স্ট্রাকচারের কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি এবং বাহ্যিকভাবে ভবনটির নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে ফিনিসিং কাজ নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে।

চিত্র-৬: বেসিন থেকে নির্গত পানির পাইপ সঠিকভাবে স্থাপন না করায় পানি ফ্লোরে ছড়িয়ে পড়ছে

চিত্র-৭: নীচতলায় সিঁড়িতে উঠার পাশে বৈদ্যুতিক বোর্ডের নীচে উন্মুক্ত মূল বিদ্যুৎ লাইন

- ভবনের মেঝেতে বিভিন্ন আকৃতি ও রংয়ের টাইলস স্থাপন ও বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ডে বিভিন্ন রংয়ের সুইচ স্থাপন;
- স্যানিটারী উপকরণগুলো দরপত্র অনুযায়ী BISF মানের ব্যবহার করা হয়নি;
- বিভিন্ন জায়গায় বৈদ্যুতিক সংযোগ ক্যাবল অরক্ষিত অবস্থায় থাকা;
- বেসিন থেকে নির্গত পানির পাইপ সঠিকভাবে স্থাপন না করা, ফলে পানি ফ্লোরে ছড়িয়ে পড়া;
- প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি জানান, বৃষ্টির সময় কয়েকটি ফ্লোরে জানালার মধ্য দিয়ে পানি ভবনের ভিতরে প্রবেশ করে;
- আরবরিকালচার-এর কাজ সম্পন্ন করা হয়নি;
- হাসপাতাল ভবনের ২য় থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত লিফটের দরজায় কোন প্রোটেকশন সীট লাগানো হয়নি; এবং
- অপারেশন থিয়েটারের সামনে উপরে ছাদে স্যুয়েরেজ লাইন ঢেকে না দেয়া।

চিত্র-৮: হাসপাতালের পার্কিং-এর পাশে আরবরিকালচার কাজ করা হয়নি

চিত্র-৯: অপারেশন থিয়েটারের সামনে উপরে ছাদে উন্মুক্ত স্যুয়েরেজ লাইন

১৭.৩ <u>ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু না করা:</u> প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাসপাতালে এখনো ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয়নি, হাসপাতালের জন্য ক্রয়কৃত বেডগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে;

চিত্র-১০: ইনডোর সুবিধা চালু না হওয়ায় আসবাবপত্র অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে

১৭.৪ <u>প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্র ক্রয় না করা:</u> প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি'তে আসবাবপত্র ক্রয় খাতে সংস্থার নিজস্ব অর্থে ১৩৪০টি আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ২৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে পুরো অর্থ ব্যয়ে ১১০৫টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে।

১৭.৫ <u>হাসপাতাল ভবন যথাযথ ব্যবহার না করা:</u> ৬ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনটির বর্তমানে নীচ তলা ও ২য় তলা চক্ষু চিকিৎসা সেবা ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু ৩য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত খালি অবস্থায় পড়ে আছে। এ ফ্লোরগুলোতে ইনডোর সেবা প্রদান করা হবে বলে জানা যায়। তদুপরি, ভবিষ্যতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মতো সীমান্তবর্তী একটি জেলায় ৬ তলা হাসপাতালের সবগুলো ফ্লোর চোখের চিকিৎসার কাজে যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে যথেষ্ট আশংকা রয়েছে;

১৭.৬ <u>৩০% গরীব রোগীকে সেবা প্রদান সম্পর্কিত কোন সাইনবোর্ড না থাকা:</u> **"বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা" অনুযায়ী বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে এবং এ লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বিষয়টি সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে হাসপাতাল ভবনের সম্মুখে সাইনবোর্ড/সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়নি। অধিকন্তু, বিনামূল্যে সেবাপ্রাপ্ত রোগীদের জন্য পৃথক টিকিটের ব্যবস্থা নেই;**

১৭.৭ <u>হাসপাতালে প্রবেশে সরাসরি কোন রাস্তা না থাকা:</u> **হাসপাতাল এলাকাটির চারিদিকে আবাসিক ভবন/ঘর-বাড়ি রয়েছে। এছাড়া হাসপাতালটি শহরের সোনামসজিদ-রাজশাহী বিশ্বরোড হতে খানিকটা ভিতরে এবং মূল সড়কের সাথে সরাসরি কোন সংযোগ সড়ক নেই। এমনকি প্রধান সড়ক হতে হাসপাতালে যেতে সরু এবং আঁকা-বাঁকা সড়ক ঘুরে যেতে হয়। ফলে ভবনটি সহজেই সাধারণ লোকের নজরে আসে না;**

১৭.৮ <u>চক্ষু হাসপাতালের এক পাশে নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ সম্পন্ন না হওয়া:</u> **প্রকল্পের আওতায় চক্ষু হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেও এক পাশের (পশ্চিম পাশে) নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ করা হয়নি। এতে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। পরিদর্শনকালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, জমি নিয়ে বিরোধ থাকায় পশ্চিম পাশের নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি;**

চিত্র-১১: হাসপাতালের পশ্চিম পাশে নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ না করা

চিত্র-১২: হাসপাতালের রোগীর ছানি অপারেশন পরবর্তী সময়ে পরিচর্যা

১৭.৯ <u>প্রকল্পের Audit সম্পন্ন করা হয়নি:</u> **বর্ণিত প্রকল্পের পিসিআর-এর পৃষ্ঠা নং ৭ হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির** Internal Audit ও External Audit **সম্পন্ন হয়নি।**

১৮। সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা:

১৮.১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাসহ এর আশে-পাশের লোকজন যাতে স্বল্পমূল্যে নিয়মিত চোখের উন্নত চিকিৎসা সেবা পায় সেজন্য হাসপাতালের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে;

১৮.২ হাসপাতালের নিম্নমানের ফিনিসিং কাজের (১৭.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত) বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৮.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে দ্রুত ইনডোর সুবিধা চালু করতে হবে এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ৩০% গরীব রোগীর বিনামূল্যে সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

১৮.৪ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক আসবাবপত্র পুরোপুরি ক্রয় না করার বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে;

১৮.৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল ভবনের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৮.৬ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দাতব্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকবে। অধিকন্তু "বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা" অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত হাসপাতালসমূহ কর্তৃক স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে দাতব্য চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাসপাতালের প্রবেশ পথে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান সংক্রান্ত একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে;

১৮.৭ হাসপাতালে রোগীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে এপ্রোচ রোডটির প্রয়োজনীয় মেরামত ও জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে প্রধান সড়কের সাথে দূরত্ব কমিয়ে সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৮ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক হাসপাতালের পশ্চিম পাশের নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৯ প্রকল্পটির External Audit ও Internal Audit দ্রুত সম্পন্ন করে এর প্রতিবেদনের ছায়ালিপি আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে; এবং

১৮.১০ ১৮.১ থেকে ১৮.৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দিক নির্দেশনার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে জানাতে হবে।

"Construction of Bangladesh Mohila Samity Complex Building for the Underprivileged Women in the Society (সংশোধিত)" শীর্ষক বিনিয়োগ

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : **নিউ বেইলী রোড, ঢাকা**

২। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : সমাজসেবা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ **মহিলা** সমিতি

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট জিওবি (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি (সংস্থার নিজস্ব)	মোট জিওবি (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৪৮০.৯০ ১৪৫৯.৭৮ (১০২১.১৬)	২৯০৪.২৯ ১৭৪১.২৯ (১১৬৩.০০)	২৯০১.৮২ ১৭৩৮.৮২ (১১৬৩.০০)	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	৪২০.৯২ (১৬.৯৭%)	১ বছর (৫০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	**সংস্থা**	**মোট**	**বাস্তব**	জিওবি	**সংস্থা**	**মোট**
১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১	০	৪.৫০	৪.৫০	১	০	৪.৫০	৪.৫০
২	কর্মচারীদের বেতন	জন	৪	০	৭.৫০	৭.৫০	৪	০	৭.৫০	৭.৫০
৩	ভাতাদি	জন	৫	০	১১.০০	১১.০০	৫	০	১১.০০	১১.০০
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	--	৩.৫০	০	৩.৫০	--	২.৪৭	০	২.৪৭
৫	জমির মূল্য	একর	০.২৯	০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.২৯	০	১০০০.০০	১০০০.০০
৬	পূর্ত নির্মাণ	বঃফুট	৬২২৫০	১৭৩৪.২৯	১৪০.০০	১৮৭৪.২৯	৬২২৫০	১৭৩৩.৫০	১৪০.০০	১৮৭৩.৫০
৭	যানবাহন	সংখ্যা	১	০	০	০	১	০	০	০
৮	মেশিনারী অন্যান্য যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৪	৩.৫০	০	৩.৫০	৪	২.৮৫	০	২.৮৫
	মোটঃ		-	১৭৪১.২৯	১১৬৩.০০	২৯০৪.২৯	-	১৭৩৮.৮২	১১৬৩.০০	২৯০১.৮২

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ:** অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৭.১ পটভূমি:

বাংলাদেশ মহিলা সমিতি স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ সংগঠন। All Pakistan Women Association (APWA) এর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শাখা নামে ১৯৪৯ সালে যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে "বাংলাদেশ মহিলা সমিতি" নামে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে "Better Tomorrow" স্লোগানকে সামনে রেখে সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদেরকে নিয়ে কাজ করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় সুবিধাবঞ্চিত নারীদেরকে বিভিন্ন আয়-বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আসছে। সময়ের পরিক্রমায় সংগঠনটির কাজের পরিধি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকার বেইলি রোডে ১৯৬৪ সালে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটির দ্বিতল প্রধান কার্যালয়টি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অনগ্রসর নারী ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় ২টি বেইজমেন্টসহ ১০ তলা ভিতের উপর ৫ তলা ভবন নির্মাণের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১) নারী ও শিশু উন্নয়নের কার্যক্রমসমূহ উন্নত পরিবেশে বাস্তবায়ন;
২) নারীদেরকে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করার পাশাপাশি তাদেরকে স্বাবলম্বী করা;
৩) প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্রেস্ট ও সার্ভিক্যাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং-এর মত জটিল স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে বিনামূল্যে সেবা প্রদানসহ সুলভমূল্যে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা;
৪) মহিলাদের স্বাস্থ্য, সামাজিক, আইনগত এবং সমসাময়িক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
৫) অনগ্রসর মহিলাদেরকে বিনামূল্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৬) অনগ্রসর মহিলাদের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করা;
৭) মহিলাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রদান করা;
৮) সেবিকাদের উন্নত আইটি প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৯) পারিবারিক আইন ও মানব পাচার সম্পর্কিত আইনগত বিষয়ে নারীদেরকে সহায়তা করা;
১০) সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা;
১১) অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। সমাজের অটিস্টিক শিশুদের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো শেখার লক্ষ্যে অটিস্টিক শিশুদেরকে নিয়ে একটি মটিভেশনাল ক্লাব তৈরি করা।
১২) নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন করা;
১৩) দেশের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তুলে ধরার জন্য একটি অডিটরিয়াম নির্মাণ করা এবং এ অডিটরিয়াম বাংলাদেশ মহিলা সমিতির আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে;
১৪) কমপক্ষে ৩০% গরীব রোগীকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা।

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা:**

প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর ১৩/১২/২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৫/০৬/২০১১ তারিখে ২৪৮০.৯৪ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৪৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা ও সংস্থা ১০২১.১৬ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৮.১ প্রকল্প সংশোধন: প্রকল্পের মূল ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা নির্মাণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায়, প্রকল্পের ভবন নির্মাণের জন্য Earth Excavation এর ফলে চারদিকের স্থাপনাসমূহকে সম্ভাব্য ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষার জন্য Steel bracing system স্থাপন, জেনারেটরসহ সাব-স্টেশন স্থাপন, ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম, ২টি লিফট স্থাপন ইত্যাদি নতুন অংগ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি

সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ২৬/০৫/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি ২৯০৪.২৯ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৭৪১.২৯ লক্ষ টাকা ও সংস্থা ১১৬৩.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১০/১০/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ <u>ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিঃ</u> প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নতুন কয়েকটি কম্পোন্যান্ট সংযোজন যেমন- Steel Bracing, Sub-station Equipment & 300 KVA Generator, Fire Fighting System এবং Lift স্থাপন করায় নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১১ থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
০১	শেখ মফিজুল ইসলাম যুগ্ম-সচিব	২৯/০৬/২০১১	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

১০। <u>বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ</u>

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি			ব্যয়		
	মোট	টাকা	সংস্থা	মোট	টাকা	সংস্থা	মোট	টাকা	সংস্থা
২০১১-২০১২	৩০০.০০	৩০০.০০	-	-	৩০০.০০	-	৩০০.০০	৩০০.০০	-
২০১২-২০১৩	৭৬০.০০	৭৬০.০০	-	-	৭৬০.০০	-	৭৫৩.০০	৭৫৩.০০	-
২০১৩-২০১৪	৬৮৬.৪৭	৬৮৬.৪৭	-	-	৬৮৬.৪৭	-	৬৮৫.৮২	৬৮৫.৮২	-
মোট =	**১৭৪৬.৪৭**	**১৭৪৬.৪৭**	-	-	**১৭৪৬.৪৭**	-	**১৭৩৮.৮২**	**১৭৩৮.৮২**	-

বাংলাদেশ মহিলা সমিতির বেইলি রোডস্থ কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে দুঃস্থ, গরীব পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব ছেলে-মেয়েদের ড্রেস, জুতা, নাস্তা মহিলা সমিতি থেকে সরবরাহ করা হয়। শিক্ষিত বেকার মহিলাদের স্বল্প খরচে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন সভা, সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, বয়স্ক মহিলাদের স্বাক্ষরতা প্রশিক্ষণ, ইংরেজি প্রশিক্ষণ, ৩ জন প্যানেল আইনজীবি দ্বারা মহিলাদের আইনী সহায়তা করা হয়, অটিস্টিক শিশুদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ পুল রয়েছে। ভবিষ্যতে নার্সদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

১১। <u>প্রকল্প পরিদর্শন:</u>

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আইএমইডি কর্তৃক ২৭/০১/২০১৫ তারিখে বেইলি রোডস্থ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১২। <u>প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:</u> প্রকল্পটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়েছে:

(ক) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার সাথে এর অর্জনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ;

(খ) প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের আওতায় সম্পাদিত কাজ;

(গ) প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা; এবং

(ঘ) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা।

১৩। <u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:</u>

(ক) জমি অধিগ্রহণ; এবং

(খ) পূর্ত নির্মাণ।

১৪। <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ:</u>

১৪.১ <u>জমি মূল্য:</u> প্রকল্পের আওতায় বেইলি রোডস্থ নাটক সরণীতে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির ভবন নির্মাণের জন্য ০.২৯ একর জমির মূল্য বাবদ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা (সংস্থার নিজস্ব অর্থে) আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ১০০০.০০ লক্ষ টাকাই ব্যয় করা হয়েছে।

১৪.২ <u>পূর্ত নির্মাণ:</u> প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ মহিলা সমিতির ভবন (৬২২৫০ বর্গফুট) নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ১৮৭৪.২৯ লক্ষ টাকার (জিওবি- ১৭৩৪.২৯ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ১৪০.০০ লক্ষ টাকা) সংস্থান রাখা হয়। তন্মধ্যে ১৮৭৩.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (জিওবি- ১৭৩৩.৫০ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ১৪০.০০ লক্ষ টাকা) ১০ তলা ভিতবিশিষ্ট ২টি বেইজমেন্ট এবং ৫ তলা অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া নির্মাণ অংগের অন্তর্ভুক্ত ছিল- ১১ জন উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি লিফট স্থাপন, ৩০০ কেভিএ জেনারেটর, ৮০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন এবং ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

নবনির্মিত বাংলাদেশ মহিলা সমিতি ভবন

১৫। <u>মহিলা সমিতির ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত দরপত্র পর্যালোচনা:</u> প্রকল্পের আওতায় ১০ তলা ভিতবিশিষ্ট ২টি বেইজমেন্ট এবং ৫ তলা অফিস ভবন নির্মাণের দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। ভবন নির্মাণের জন্য ১৩৮২.৫৪ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। এ লক্ষ্যে ০৬/১০/২০১১ তারিখে দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায়, ০৭/১০/২০১১ তারিখে দৈনিক সমকাল পত্রিকায় এবং ০৯/১০/২০১১ তারিখে এলজিইডি ও সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে দরপত্র সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২৬/১০/২০১১ তারিখ দরপত্র জমাদানের শেষ দিন ছিল এবং ঐদিনই বেলা ১২:০০ ঘটিকায় দরপত্র গ্রহণ শেষ হওয়ার পর বিকেল ৩:০০ ঘটিকায় দরপত্র খোলা হয়। মোট ৩টি দরপত্র জমা পড়ে। ১টি দরপত্র নন-রেসপনসিভ ও ২টি রেসপনসিভ হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ০২/১১/২০১১ তারিখে সভা আহবান করে সুপারিশসহ কার্যবিবরণী প্রেরণ করলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ ০২/১১/২০১১ তারিখে দরপত্র কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন। সুপারিশ অনুযায়ী নির্বাচিত ঠিকাদার নাভানা কনস্ট্রাকশন লিঃ-কে ১৯/১২/২০১১ তারিখে নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের সাথে ১৪৮৫.০৬ লক্ষ টাকায় ০১/০১/২০১২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ০১/০১/২০১২ তারিখে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ০১/০১/২০১২ তারিখে কাজ শুরু করা হয়। ভবনটির নির্মাণ কাজ চলাকালীন বাস্তবতার নিরিখে পরামর্শ ফার্ম কর্তৃক ভবনের ডিজাইনে কিছু আইটেম সংযুক্ত করা হয়; যেমন: (1) Kota stone, (2) As cast concrete, (3) 75 mm section thai Aluminium Louver, (4) patent stone with epoxy paint, (5) 50 mm thick patent stone (6) RCC fair face vertical fin (7) RCC fair face at drop wall/Hanging wall item যেহেতু আইটেমগুলো সিডিউল আইটেম ছিল না, সেহেতু নতুন আইটেমগুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পুনরায় ভেরিয়েশনের মাধ্যমে চুক্তিমূল্য সংশোধন করে ১৫৪২.৭৮ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

১৬। <u>সরেজমিন পরিদর্শনে ভবন ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য:</u> ভবনটিতে ৯৬৮৭.৭৭ বর্গফুট আয়তনের ২টি বেইজমেন্ট নির্মাণ করা হয়েছে। বেইজমেন্টের নিচে ম্যাট ফাউন্ডেশনের প্রায় ১ মিটার পুরু আরসিসি ঢালাই দেয়া হয়েছে। বেইজমেন্টে পানির রিজার্ভার, ৩০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন, ৮০০ কেভিএ বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন, গাড়ি পার্কিং-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিচ তলায় দুঃস্থ, গরীব পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য একাডেমিক স্কুল, শিক্ষকদের কক্ষ ও উন্মুক্ত জায়গা বিদ্যমান। স্কুলে বর্তমানে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৯৭ জন অধ্যয়ন করছে, শিক্ষিকা ৭ জন, আয়া ১ জন ও পিওন ১ জন। ২য় তলায় একাডেমিক স্কুল ও ৩০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম (অডিটরিয়াম ২য় তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত)। ৩য় তলায় বাংলাদেশ মহিলা সমিতির প্রধান কার্যালয়। ৪র্থ তলায় প্রজনন ও স্বাস্থ্য, ব্রেস্ট ক্যান্সার চিকিৎসা সুবিধা, হস্তশিল্প, রান্না, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সকল শ্রেণির মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ৫ম তলায় Exprementa Hall, সেমিনার হল ও স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক রয়েছে। ভবনের দু'পাশে ২টি সিঁড়ি অবস্থিত ও লিফট স্থাপন করা হয়েছে। তবে ডিপিডিসি'র অনুমোদন বিলম্ব হওয়ায় লিফট চালু করায় বিলম্ব হচ্ছে। পরিদর্শনকালে জানা যায়, ডিপিডিসি'র অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিফটি পরীক্ষামূলক চালু করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভবনটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুন্দর এবং অনুমোদিত ড্রইং, ডিজাইন অনুসারে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনের সময় ভবনটির প্রতি তলার প্রতিটি কক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ সময় নির্মাণ পরবর্তী সময়ে ভবনটির কোন ত্রুটি (দেয়ালে ফাটল, প্লাস্টার খসে পড়া, রং নষ্ট হয়ে যাওয়া, নিম্নমানের ফিনিসিং হওয়া, নিম্নমানের টাইলস বা বাথরুম ফিটিংস ব্যবহার করা ইত্যাদি) পরিলক্ষিত হয়নি।

রান্না বিষয়ক প্রশিক্ষণ কক্ষ

প্রাথমিক প্রোগ্রামের একটি কক্ষ

১৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে):**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) নারী ও শিশু উন্নয়নের কার্যক্রমসমূহ উন্নত পরিবেশে বাস্তবায়ন;	নারী ও শিশু উন্নয়নের কার্যক্রমসমূহ উন্নত পরিবেশে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫ম তলা অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এখানে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হচ্ছে;
২) নারীদেরকে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করার পাশাপাশি তাদেরকে স্বাবলম্বী করা;	বাংলাদেশ মহিলা সমিতি পূর্ব থেকেই নারীদেরকে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। তবে বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের জন্য ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদির সম্প্রসারণ করা হয়েছে। নির্মিত ভবনে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে যা নারীদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য সহায়ক;
৩) প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্রেস্ট ও সার্ভিক্যাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং-এর মত জটিল স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে বিনামূল্যে সেবা প্রদানসহ সুলভমূল্যে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা;	প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্রেস্ট ও সার্ভিক্যাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং-এর ক্ষেত্রে মহিলাদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে মহিলা সমিতির প্রধান কার্যালয়ে আগত নারীদেরকে সেবা প্রদানের পাশাপাশি ক্যাম্প গঠন করেও সেবা দেয়া হচ্ছে। তবে সরাসরি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার সেবা এখনো চালু হয়নি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত প্যাথলজিক্যাল

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
	সংস্থার মাধ্যমে বামস রোগীর জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে;
৪) মহিলাদের স্বাস্থ্য, সামাজিক, আইনগত এবং সমসাময়িক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা;	এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের জন্য আগত নারীদেরকে নিয়ে স্বাস্থ্য, সামাজিক, আইনগত ও সমসাময়িক বিষয়গুলো আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন সভা, সেমিনারের মাধ্যমে এসব বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে;
৫) অনগ্রসর মহিলাদেরকে বিনামূল্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;	অনগ্রসর মহিলাদেরকে বিনামূল্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (সেলাই, ব্লক-বাটিক, রান্না, হস্তশিল্প) প্রদান করা হচ্ছে;
৬) অনগ্রসর মহিলাদের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করা;	অনগ্রসর মহিলাদের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে;
৭) মহিলাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রদান করা;	মহিলাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে;
৮) সেবিকাদের উন্নত আইটি প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;	ভবন নির্মাণের সময় সেবিকাদের প্রশিক্ষণ সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। তবে অচিরেই তা শুরু করা হবে;
৯) পারিবারিক আইন ও মানব পাচার সম্পর্কিত আইনগত বিষয়ে নারীদেরকে সহায়তা করা;	বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কর্তৃক ৫০/- টাকা ফি প্রদানের মাধ্যমে নারীদেরকে আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়;
১০) সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা;	বাংলাদেশ মহিলা সমিতির প্রধান কার্যালয় ড: নীলিমা ইব্রাহিম প্রাথমিক শিক্ষা প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণসহ প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়;
১১) অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। সমাজের অটিস্টিক শিশুদের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো শেখার লক্ষ্যে অটিস্টিক শিশুদেরকে নিয়ে একটি মটিভেশনাল ক্লাব তৈরি করা।	অটিস্টিক শিশুদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কর্তৃক স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। তাছাড়া অটিস্টিক শিশুর মায়েদের নিয়ে বিভিন্ন কনভেনশনের আয়োজন করছে;
১২) নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন করা;	নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও কনফারেন্স-এর নিয়মিত আয়োজন করা হয়;
১৩) দেশের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তুলে ধরার জন্য একটি অডিটরিয়াম নির্মাণ করা এবং এ অডিটরিয়াম বাংলাদেশ মহিলা সমিতির আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে; এবং	অডিটরিয়ামের ভৌত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তায় অডিটরিয়ামের সাজ-সজ্জা ও আসন বিন্যাসের কাজ চলমান রয়েছে। অডিটরিয়াম ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে সমিতির আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে; এবং
১৪) কমপক্ষে ৩০% গরীব রোগীকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা।	এ সেবাটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।

১৮। প্রকল্প সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:

১৮.১ <u>সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ভৌত প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া:</u> বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কর্তৃক এ প্রকল্প গ্রহণের পূর্ব থেকেই তাদের প্রধান কার্যালয়ে নারীদের জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (সেলাই, ব্লক-বাটিক, রান্না, হস্তশিল্প, কম্পিউটার) প্রদানের পাশাপাশি অসহায় নারীদেরকে আইনী সহায়তা দিয়ে আসছে। এছাড়াও মহিলা সমিতি কর্তৃক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে বিনামূল্যে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এসব সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মহিলা সমিতি যে ভৌত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছিল, তা দূর করার লক্ষ্যে বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ তলা ভবন নির্মাণ করে তা দূর করা সম্ভব হয়েছে। সমিতি এখন বৃহৎ পরিসরে এসব সেবা প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এছাড়াও অডিটরিয়াম নির্মাণের ফলে সমিতির আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনটিতে নারী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

১৮.২ <u>ভবনটি হস্তান্তরে বিলম্ব:</u> প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক ভবনের ডিজাইন পরিবর্তনসহ অতিরিক্ত কিছু কাজ সংযুক্ত করায় এ অতিরিক্ত কাজগুলো বর্তমানে ঢাকা জেলা পরিষদের অর্থে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ফলে প্রকল্পের

আওতাধীন সকল কাজ সমাপ্ত করা হলেও উক্ত অতিরিক্ত কাজগুলো এখনো পুরোপুরি সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় ভবনটি এখনো প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। অডিটরিয়াম ও ভবনে অতিরিক্ত পূর্ত কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ভবনটিতে রং-এর কাজ চূড়ান্তভাবে এখনো সম্পন্ন করতে পারছে না। এ কাজগুলো সম্পন্ন করা না হলে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভবনটির চূড়ান্ত রং (প্রকল্পের আওতাভুক্ত) করে ভবনটি হস্তান্তর করা হবে বলে পরিদর্শনের সময় জানা যায়;

১৮.৩ <u>ডিপিডিসি কর্তৃক প্রতি তলায় অসাবধানতাভাবে বৈদ্যুতিক বোর্ড স্থাপন:</u> নির্মিত ভবনের মাঝখানে লিফট কোরের পেছনে দেয়াল ভেঙ্গে প্রতি তলায় বৈদ্যুতিক ট্যাপ-অব-বক্স স্থাপন করা হয়েছে যা ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছে। পরিদর্শনকালে জানা যায়, নবনির্মিত ভবনে প্রধান বৈদ্যুতিক সংযোগটি দেরিতে দেয়ার কারণে দেয়াল নির্মাণের পরে ট্যাপ-অব-বক্স স্থাপন করা হয় বলে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জানান। তবে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেয়াল পুন:নির্মাণ দ্রুত সম্পন্ন করবেন বলে পরিদর্শনকালে জানান।

প্রতি তলায় স্থাপনকৃত বৈদ্যুতিক ট্যাপ-অব-বক্স

১৮.৪ <u>লিফট চালু করা সম্ভব না হওয়া:</u> প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী ভবনটিতে ২টি লিফট স্থাপন করা হয়েছে তবে পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত এগুলো চালু করা সম্ভব হয়নি। পরিদর্শনের সময় লিফটগুলো কমিশনিং এর জন্য চলমান ছিল; এবং

ভবনে স্থাপনকৃত ২টি লিফট কমিশনিং চলছে

১৮.৫ অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা অসম্পন্ন থাকা: প্রকল্পের আওতায় ভবনটিতে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা হিসেবে Fire Hydrant এবং Fire Extinguisher ক্রয় করা হয়েছে। তবে জেলা পরিষদের অর্থায়নে ভবনটিতে এখনও কিছু অতিরিক্ত নির্মাণ কাজ চলমান থাকায় এখনও অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা হিসেবে Fire Hydrant এবং Fire Extinguisher-এর ইক্যুইপমেন্টগুলো স্থাপন করা হয়নি। তবে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, ভবনটির অতিরিক্ত পূর্ত কাজ (জেলা পরিষদের অর্থায়নে চলমান) পুরোপুরি সম্পন্ন করে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা স্থাপনপূর্বক ভবনের ভিতরে রং সম্পন্ন করে ভবনটি প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হবে;

Fire Hydrant এবং Fire Extinguisher-এর ইক্যুইপমেন্ট স্থাপন বাকি রয়েছে

১৯। সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা:

১৯.১ বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির প্রধান কার্যালয়ের যে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে নারী সমাজকে, বিশেষ করে অসহায় নারীদের উন্নয়নে বাংলাদেশ মহিলা সমিতিকে আরো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৯.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বাংলাদেশ মহিলা সমিতির কার্যালয়টি অতিসত্বর হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করতে হবে;

১৯.৩ ডিপিডিসি কর্তৃক বাংলাদেশ মহিলা সমিতির নব নির্মিত ভবনে লিফটের পেছনে দেয়ালে ঝুঁকিপূর্ণভাবে স্থাপনকৃত বৈদ্যুতিক বোর্ডগুলো ঢেকে দেয়ার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৯.৪ ভবনটিতে স্থাপনকৃত লিফট চালু করা এবং অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে;

১৯.৫ External Audit প্রতিবেদন আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৯.৬ অনুচ্ছেদ ১৯.১ থেকে অনুচ্ছদ ১৯.৫ এর বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ জরুরি ভিত্তিতে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

“এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)”
শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

২। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রয়াস, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৫১৬১.০৭ ৩০৯৪.৬০ (২০৬৬.৪৭)	৫১৬১.০৭ ৩০৯৪.৬০ (২০৬৬.৪৭)	৫১৫৬.৯১ ৩০৯০.৪৪ (২০৬৬.৪৭)	অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৩	অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	--	৯ মাস (৩৭.৫০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	**সংস্থা**	**মোট**	**বাস্তব**	জিওবি	**সংস্থা**	**মোট**
১	স্টেশনারী	থোক	৯৩০	৬.০০	০.০০	৬.০০	৯৩০	৬.০০	০.০০	৬.০০
২	পরামর্শক	থোক	-	০.০০	২৩.০০	২৩.০০	-	০.০০	২৩.০০	২৩.০০
৩	সম্মানী	থোক	-	৬.৬০	০.০০	৬.৬০	-	৬.৬০	০.০০	৬.৬০
৪	যানবাহন ক্রয়	সংখ্যা	৭	৭৫.০০	১২০.০০	১৯৫.০০	৭	৭৪.৯৭	১২০.০০	১৯৪.৯৭
৫	জেনারেটর ক্রয় (৫০ কেভিএ)	সংখ্যা	২	২৪.০০	১০.০০	৩৪.০০	২	২৪.০০	১০.০০	৩৪.০০
৬	লিফট (৮৫০ কেজি)	সংখ্যা	৩	১০০.০০	৩০.০০	১৩০.০০	৩	১০০.০০	৩০.০০	১৩০.০০
৭	অগ্নি নির্বাপক	সংখ্যা	৩	২০.০০	১০.০০	৩০.০০	৩	২০.০০	১০.০০	৩০.০০
৮	সিসি টিভি	সংখ্যা	৪৫	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৪৫	০.০০	৫০.০০	৫০.০০
৯	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২৯৪৭	১২৩.০০	১০৮.০০	২৩১.০০	২৯৪৭	১২৩.০০	১০৮.০০	২৩১.০০
১০	কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা	২	০.০০	২.০৫	২.০৫	২	০.০০	২.০৫	২.০৫
১১	আসবাবপত্র সরবরাহ	সংখ্যা	৪৭৯৫	১৪৪.০০	৪২.২০	১৮৬.২০	৪৭৯৫	১৪৩.৯০	৪২.২০	১৮৬.১০
১২	সাইট ডেভেলপমেন্ট	ঘঃমিঃ	৩১৬০	০.০০	২৫.৫০	২৫.৫০	৩১৬০	০.০০	২৫.৫০	২৫.৫০
১৩	মাটি পরীক্ষা	বড় গর্ত	২৫	০.০০	১.২৫	১.২৫	২৫	০.০০	১.২৫	১.২৫
১৪	প্রাতিষ্ঠানিক ভবন	বঃমিঃ	৮১৯২	৭০০.০০	১১৪৯.৬৪	১৮৪৯.৬৪	৮১৯২	৭০০.০০	১১৪৯.৬৪	১৮৪৯.৬৪
১৫	আবাসিক ভবন	বঃমিঃ	৪৬৮০	৯৫৫.০০	২৩৯.০০	১১৯৪.০০	৪৬৮০	৯৫০.৯৯	২৩৯.০০	১১৮৯.৯৯

ক্রঃ	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট	বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট
১৬	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	বঃমিঃ	২৩৫৫	৬১১.০০	১৮৯.০০	৮০০.০০	২৩৫৫	৬১১.০০	১৮৯.০০	৭৯৯.৮৮
১৭	রাস্তা	বঃমিঃ	৩৯৬৪.৫০	৮০.০০	৬.১৯	৮৬.১৯	৩৯৬৪.৫০	৮০.০০	৬.১৯	৮৬.১৯
১৮	ড্রেন	মিটার	৯০৯.১০	৫.০০	৫.০০	১০.০০	৯০৯.১০	৫.০০	৫.০০	১০.০০
১৯	ডীপ টিউবওয়েল	সংখ্যা	১	৮০.০০	১৯.৫০	৯৯.৫০	১	৮০.০০	১৯.৫০	৯৯.৫০
২০	বহিঃবিদ্যুৎ সংযোগ	মিটার	১৩৫০	১৪৫.০০	১৫.০০	১৬০.০০	১৩৫০	১৪৫.০০	১৫.০০	১৬০.০০
২১	গ্যাস সংযোগ	মিটার	৭৫০	১০.০০	১০.০০	২০.০০	৭৫০	১০.০০	১০.০০	২০.০০
২২	পয়ঃনিষ্কাশন ও পয়ঃ ব্যবস্থাপনা	মিটার	৫৩০	১০.০০	১১.১৪	২১.১৪	৫৩০	১০.০০	১১.১৪	২১.১৪
	মোট =			৩০৯৪.৬০	২০৬৬.৪৭	৫১৬১.০৭		৩০৯৪.৬০	২০৬৬.৪৭	৫১৬১.০৭

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী (আরডিপিপি পৃষ্ঠা- ২১) থেরাপেটিক পুল নির্মাণের জন্য ৯৭.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল এবং এখানে পুরো অর্থ ব্যয় হলেও থেরাপেটিক পুলের কিছু কাজ (হাইড্রোথেরাপী পুলের ঢালাই এবং আনুষংগিক যন্ত্রপাতি স্থাপন) পরিদর্শনের সময় অসম্পন্ন পাওয়া যায়। তবে থেরাপেটিক পুলের অন্যান্য অংশের (সুইমিং পুল, টয়লেট ও শাওয়ার সুবিধাদি, সেড নির্মাণ, টাইলস স্থাপন ইত্যাদি) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, হাইড্রোথেরাপী পুল নির্মাণ কারিগরি দিক বিবেচনায় একটি অত্যাধুনিক কাজ এবং এ কারিগরি দিকগুলো সম্পন্ন করে যন্ত্রপাতি ইনস্টল করার পর পুলের ঢালাই সম্পন্ন করা হবে। তবে পরিদর্শন পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, মেশিন ইনস্টল করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অচিরেই ঢালাই কাজ সম্পন্ন করা হবে।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৭.১ <u>পটভূমি:</u> শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার, ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত “সকলের জন্য শিক্ষা” এই শ্লোগানের সাথে সমন্বয় রেখে বাংলাদেশ সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, বাংলাদেশে প্রায় ২৪.০০ লক্ষ প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে, যাদের শিক্ষার সমান অধিকার রয়েছে। উন্নয়নের সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের জন্য বিশেষ যত্ন এবং সাহায্যের বিষয়টি (জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত “Child Rights Convention” এর ২৩নং অনুচ্ছেদে) উল্লেখ রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “Bangladesh Disability Act 2001” গ্রহণ করে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংগীকারকে সামনে রেখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৬ সালে “সেনা সহায়ক স্কুল” প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ০১/০৮/২০১০ তারিখে প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধন করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান অবকাঠামোতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না হওয়ায় বর্ধিত চাহিদা পূরণ এবং মানসম্পন্ন উপযুক্ত পরিবেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ <u>উদ্দেশ্য:</u>

ক) ৪০০ জন অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত প্রয়াসের বিদ্যমান সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (একাডেমিক ভবন, স্টাফদের আবাসন, মাল্টিপারপাস হল, হাইড্রোথেরাপি পুলসহ আনুষংগিক সুবিধাদি তৈরি);

খ) অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু ও যুবকদের যথাযথ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

গ) বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে, এমন শিশুদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি এবং সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য অটিজম এবং প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে সমাজে সচেতনতা তৈরি করা;

ঘ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন করা;

ঙ) প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যাতে অবদান রাখতে পারে, সেজন্য দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষক, থেরাপিস্ট এবং মা-বাবাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

চ) বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে এমন শিশুদের সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা কাজে সহায়তা করা;

ছ) অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য সমান সুযোগ, তাদের অধিকতর রক্ষা এবং সকল কাজে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশীদারিত্বমূলক, সকল ধরনের বাধামুক্ত এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিত করা যায় এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা;

জ) প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা করা;

ঝ) কমপক্ষে ৩০% প্রতিবন্ধী শিশুকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

৮.১ প্রকল্প অনুমোদনঃ প্রকল্পটি মোট ৫১৬১.০৭ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩০৯৪.৬০ লক্ষ টাকা ও সংস্থার নিজস্ব ২০৬৬.৪৭ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১১/১০/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ প্রকল্প সংশোধনের কারণ: মূল ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী **সময়মত প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়া, যানবাহন সংখ্যা বৃদ্ধি, লিফটের বাজার দর বৃদ্ধি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের দর বৃদ্ধি, সিসিটিভি'র সংখ্যা বৃদ্ধি, আসবাবপত্র, এয়ার কন্ডিশন ইত্যাদির সংখ্যা ও বাজার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি ০৮/০১/২০১৪ তারিখে ৫১৬১.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।**

৯। বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয় (জিওবি)		
	মোট	টাকা	সংস্থা	টাকা	মোট	টাকা	সংস্থা
২০১১-২০১২	৩০০.০০	৩০০.০০	-	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	-
২০১২-২০১৩	১৫৩৪.৬০	১৫৩৪.৬০	-	১৫৩৪.৬০	১৫৩৪.৬০	১৫৩৪.৬০	-
২০১৩-২০১৪	১২৫৯.৮৭	১২৫৯.৮৭	-	১২৫৯.৮৭	১২৫৫.৭৪	১২৫৫.৭৪	-
মোটঃ	৩০৯৪.৪৭	৩০৯৪.৪৭	-	৩০৯৪.৪৭	৩০৯০.৩৪	৩০৯০.৩৪	-

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	হতে	পর্যন্ত
০১	ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান সরকার, এইচডিএমসি, পিএসসি	২৭/১২/২০১২	০৭/০৩/২০১৩
০২	ব্রিগেঃ জেনাঃ আজমল কবির, পিএসসি	০৭/০৩/২০১৩	০১/০৬/২০১৪
০৩	ব্রিগেঃ জেনাঃ এফ এম জাহিদ হোসেন, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	০১/০৬/২০১৪	৩০/০৬/২০১৪

১১। প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ১০/০১/২০১৫ তারিখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টস্থ "প্রয়াস"-এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

১২। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

(ক) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য;

(খ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা;

(গ) প্রকল্পের আওতায় জিওবি অর্থায়নে সম্পাদিত দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা; এবং

(ঘ) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা।

১৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

(ক) 'প্রয়াস'-এর বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের (২য় তলা পর্যন্ত) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;

(খ) শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ১৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ;

(গ) মাল্টিপারপাস হল এবং থেরাপেটিক পুল নির্মাণ;

(ঘ) ড্রাইভার সেড, জেনারেটর সেড, পাম্প হাউজ, বাউন্ডারী ওয়াল, ড্রেন নির্মাণ;

(ঙ) অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবিদ্যুতায়ন;

(চ) সিসিটিভি, ফায়ার ফাইটিং, আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, লিফট, ডীপ টিউবওয়েল, জেনারেটর ক্রয়;

(ছ) ফুটবল মাঠ, বাস্কেটবল মাঠ, ব্যাডমিন্টন মাঠ সংস্কার, এবং

(জ) যানবাহন ক্রয়।

১৪। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ:** প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১৪.১ **<u>যানবাহন ক্রয়:</u>** প্রকল্পের আওতায় ৪টি মাইক্রোবাস এবং ৩টি মিনিবাস ক্রয়ের জন্য ১৯৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের (জিওবি- ৭৫.০০ লক্ষ টাকা, প্রয়াস- ১২০.০০ লক্ষ টাকা) বিপরীতে ১৯৪.৯৭ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৭৪.৯৭ লক্ষ টাকা, প্রয়াস- ১২০.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, ৪টি মাইক্রোবাস প্রয়াসের অর্থায়নে প্রকল্প শুরু হওয়ার পূর্বেই ক্রয় করা হয়েছে যার মূল্য আরডিপিপি'তে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে জিওবি অর্থে প্রগতি লিঃ হতে সরাসরি ৩টি মিনিবাস ক্রয় করা হয়েছে। যানবাহনগুলো ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অটিজম ও প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়।

অটিজম ও প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের আনা-নেয়ার জন্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ৩টি মিনিবাস

১৪.২ **যন্ত্রপাতি:** প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি'র পৃষ্ঠা ৩৮-৪৮ এ বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী ২৯৪৭টি যন্ত্রপাতি (জিওবি খাতে- ২১৪১টি, প্রয়াস- ৮০৬টি) ক্রয়ের জন্য ২৩১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১২৩.০০ লক্ষ টাকা ও প্রয়াস- ১০৮.০০ লক্ষ টাকা) সংস্থানের বিপরীতে পুরো টাকাই ব্যয় হয়েছে। তবে সংস্থার (প্রয়াস) অর্থায়নে প্রকল্প শুরু হওয়ার পূর্বে ৬২.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৯৬টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছিল যার মূল্য আরডিপিপি'তে দেখানো হয়েছে। প্রকল্প শুরু হওয়ার পর জিওবি অংশের পুরো অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং সংস্থার অংশ হতে (১০৮.০০-৬২.৪৪) ৪৫.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি

প্রতিবন্ধীদের ব্যবহৃত একটি যন্ত্র

১৪.৩ **আসবাবপত্র ক্রয়:** প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি'র পৃষ্ঠা- ২৫-৩৮ এ বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী ৪৭৯৫টি আসবাবপত্র (জিওবি- ৩৬০৯টি, প্রয়াস- ১১৮৬টি) ক্রয়ের জন্য ১৮৬.২০ লক্ষ টাকা সংস্থানের (জিওবি- ১৪৪.০০ লক্ষ টাকা ও প্রয়াস- ৪২.২০ লক্ষ টাকা) বিপরীতে ১৮৬.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, সংস্থার অংশের অর্থায়নে প্রকল্প শুরু হওয়ার পূর্বেই আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এর মূল্য আরডিপিপি'তে দেখানো হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র

১৪.৪ <u>প্রাতিষ্ঠানিক/একাডেমিক **ভবন নির্মাণ:**</u> প্রকল্পের আওতায় ৮১৯২ বর্গমিটার আয়তনের একাডেমিক ভবন নির্মাণ বাবদ ১৮৪৯.৬৪ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থানের (জিওবি- ৭০০.০০ লক্ষ টাকা, প্রয়াস- ১১৪৯.৬৪ লক্ষ টাকা) বিপরীতে পুরো টাকাই ব্যয় হয়েছে। প্রতি ফ্লোর ২০৪৮ বর্গমিটার বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। ভবনের নীচ তলায় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস কক্ষ, Cerebral Palsy থেরাপী, একাডেমিক কক্ষ রয়েছে। ২য় তলায় কম্পিউটার ল্যাব, স্পীচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপী, প্রি-প্রাইমারী স্কুল। ৩য় তলায় Early Childhood Development Program, অটিজমদের প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। ৪র্থ তলায় আইটি প্রশিক্ষণ, ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ (আর্ট এন্ড ক্রাফট, ব্লক এন্ড টাই-ডাই এন্ড হ্যান্ডিক্রাফটস, সেলাই, এমব্রয়ডারী ও ব্যাগ তৈরি, কম্পিউটার, বেকারী, কাঠের কাজ, ওয়েভিং এন্ড হ্যান্ডলুম, মোম তৈরি), ৫ম তলায় নাচ, গান ইত্যাদির প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প শুরু হওয়ার পূর্বেই ভবনের ১ম ও ২য় তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তৎকালীন সেনাপ্রধান কর্তৃক ভবনটি ১১/০৬/২০০৯ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। ভবন নির্মাণে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ১১৪৯.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং এ ব্যয় ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পে প্রত্যাশী সংস্থার অবদান হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ অর্থ ব্যয়ের দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্পের আওতায় জিওবি অর্থায়নে ৭০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণের দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ- ১৫.১) সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ইতোমধ্যে ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে।

১৪.৫ <u>আবাসিক ভবন:</u> প্রকল্পের আওতায় প্রয়াস-এ কর্মরত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের আবাসনের জন্য ১৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা আবাসিক (প্রতি ফ্লোর ৭৮০ বর্গফুট বিশিষ্ট) নির্মাণের জন্য অনুমোদিত আরডিপিপি'তে ১১৯৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৯৫৫.০০ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ২৩৯.০০ লক্ষ টাকা) সংস্থানের বিপরীতে ১১৮৯.৯৯ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৯৫০.৯৯ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ২৩৯.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে অধ্যক্ষের ব্লক ২২০০ বর্গফুট, তিন শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টার যথাক্রমে- ১০০০, ৮০০ ও ৬০০ বর্গফুট বিশিষ্ট। বর্তমানে ভবনটিতে অধ্যক্ষসহ ৬০ জন শিক্ষক বসবাস করছেন।

১৪.৬ <u>অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা:</u> অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা অংগের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী নিম্নলিখিত স্থাপনাগুলো নির্মাণের জন্য ৮০০.০০ লক্ষ টাকার (জিওবি- ৬১১.০০ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ১৮৯.০০ লক্ষ টাকা) সংস্থান ছিল:

(ক) ৭৫০ আসন বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস হল (৫৫৯.০০ লক্ষ টাকা);

(খ) পার্কিং ও ড্রাইভার সেড (৭০.০০ লক্ষ টাকা);

(গ) থেরাপেটিক পুল (৯৭.৫০ লক্ষ টাকা);

(ঘ) সাব-স্টেশন ও জেনারেটর রুম (৩৮.৫০ লক্ষ টাকা);

(ঙ) পাম্প হাউজ নির্মাণ (১০.০০ লক্ষ টাকা);

(চ) ফুটবল, বাস্কেটবল ও ব্যাডমিন্টন গ্রাউন্ড নির্মাণ (১৫.০০ লক্ষ টাকা);

(ছ) বাউন্ডারী ওয়াল (সামনের দিকের অংশ) (১০.০০ লক্ষ টাকা)

বর্ণিত কাজগুলো সম্পাদনে ৭৯৯.৮৮ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৬১১.০০ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ১৮৯.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, থেরাপেটিক পুলের কিছু অংশের নির্মাণ কাজ (অনুচ্ছেদ- ৬ এ বর্ণিত) অসম্পন্ন রয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, অসম্পন্ন অংশের কাজ সম্পন্ন করার বিষয়টি চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, হাইড্রোথেরাপী পুলের সাহায্যে যেসব প্রতিবন্ধী শিশুরা হাঁটতে পারে না তাদেরকে চিকিৎসা প্রদানের কথা, যা তাদেরকে হাঁটতে সাহায্য করবে। এছাড়া ফুটবল, ব্যাডমিন্টন ও বাস্কেটবল মাঠের সংস্কার কাজে ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হলেও পরিদর্শনের সময় সংস্কার কাজের (ফুটবলের ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুটি গোলপোস্ট এবং বাস্কেটবলের জন্য সিসি ট্র্যাক ও পোস্ট নির্মাণ করা হয়েছে) সাথে ব্যয়িত অর্থের সামঞ্জস্যতা (সংস্কার কাজের তুলনায় আর্থিক ব্যয় অধিক মনে হয়েছে) পরিলক্ষিত হয়নি।

১৫। **দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা:** পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত ৩টি নির্মাণ কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়:

১৫.১ **প্রাতিষ্ঠানিক/একাডেমিক ভবন নির্মাণ:** প্রকল্পের আওতায় প্রয়াসে ৪০৯৬ বর্গমিটার বিশিষ্ট ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণের জন্য দৈনিক জনকণ্ঠ ও দি ডেইলি সান পত্রিকায় এবং সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে ২৯/০৩/২০১২ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণের জন্য প্রাক্কলন করা হয় ৫৯২.২২ লক্ষ টাকা। দরপত্র জমা দানের শেষ তারিখ ০৩/০৫/২০১২ এবং ঐ দিনই দরপত্র খোলা হয়। মোট ৫টি দরপত্র জমা পড়ে। ১টি দরপত্র রেসপনসিভ ও ৪টি নন-রেসপনসিভ হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ০৮ ও ০৯/০৫/২০১২ তারিখে সভা আহবান করে সিএস তৈরি করে। ২৭/০৫/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সিএস অনুমোদিত হয়। Consortium of KSBL & MBPL-কে ২৭/০৫/২০১২ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের সাথে ০৫/০৬/২০১২ তারিখে ৬১২.৩৭ লক্ষ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং ০৫/০৬/২০১২ তারিখেই ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কাজ শুরু করা হয় ০৫/০৬/২০১২ তারিখে এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী ০৪/০৬/২০১৩ তারিখে কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্ত করা হয় ৩ মাস পর অর্থাৎ ০৪/০৯/২০১৩ তারিখে। পরবর্তীতে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে বর্ণিত নির্মাণ কাজের চুক্তিমূল্য সংশোধন করে ৭০০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং ঠিকাদারকে ৭০০.০০ লক্ষ টাকাই প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, আরডিপিপিতেও বর্ণিত কাজের জন্য ৭০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল।

১৫.২ **আবাসিক ভবন:** প্রকল্পের আওতায় প্রয়াসে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য ১৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা আবাসিক ভবন (৪৬৮০ বর্গমিটার) নির্মাণ করা হয়। এ লক্ষ্যে দৈনিক জনকণ্ঠ ও দি ডেইলি সান পত্রিকায় এবং সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে ২৯/০৩/২০১২ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য প্রাক্কলন করা হয় ৯২১.৪২ লক্ষ টাকা। দরপত্র জমা দানের শেষ তারিখ ০৩/০৫/২০১২ এবং ঐ দিনই দরপত্র খোলা হয়। মোট ৬টি দরপত্র জমা পড়ে। ১টি দরপত্র রেসপনসিভ ও ৫টি নন-রেসপনসিভ হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ০৮ ও ০৯/০৫/২০১২ তারিখে সভা আহবান করে সিএস তৈরি করে। ২৭/০৫/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সিএস অনুমোদিত হয়। Consortium of KSBL & MBPL-কে ২৭/০৫/২০১২ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের সাথে ০৫/০৬/২০১২ তারিখে ৯৬৭.২৪ লক্ষ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং ০৫/০৬/২০১২ তারিখেই ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কাজ শুরু করা হয় ০৫/০৬/২০১২ তারিখে এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী ০৪/০৯/২০১৩ তারিখে কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্ত করা হয় ৩০/০৯/২০১৩ তারিখে। পরবর্তীতে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে চুক্তিমূল্য ১১৯৪.০০ লক্ষ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয় এবং ঠিকাদারকে ১১৮৯.৯৯ লক্ষ টাকা চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, আরডিপিপিতেও বর্ণিত কাজের জন্য ১১৯৪.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল।

১৫.৩ **মাল্টিপারপাস হল ও থেরাপেটিক পুল:** প্রকল্পের আওতায় প্রয়াসে মাল্টিপারপাস হল ও থেরাপেটিক পুল নির্মাণের জন্য ৪১৮.৯৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। এ লক্ষ্যে দৈনিক জনকণ্ঠ, দি ডেইলি সান পত্রিকায় এবং সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে ২৯/০৩/২০১২ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র জমা দানের শেষ তারিখ ০৩/০৫/২০১২ এবং ঐ দিনই দরপত্র খোলা হয়। মোট ৬টি দরপত্র জমা পড়ে এবং ৬টিই রেসপনসিভ হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ০৮ ও ০৯/০৫/২০১২ তারিখে সভা আহবান করে সিএস তৈরি করে। ২১/০৫/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সিএস অনুমোদিত হয়। M/S. Seven Star Electronics-কে ২৭/০৫/২০১২ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের সাথে ০৫/০৬/২০১২ তারিখে ৪১৮.৯৬ লক্ষ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং ০৫/০৬/২০১২ তারিখেই ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কাজ শুরু করা হয় ০৫/০৬/২০১২ তারিখে এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী ০৪/০৬/২০১৩ তারিখে কাজ সমাপ্ত করা হয়। পরবর্তীতে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে চুক্তিমূল্য ৬৫৬.৫০ লক্ষ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয় এবং ঠিকাদারকে মোট ৬৫৬.৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, আরডিপিপিতেও বর্ণিত কাজের জন্য ৬৫৬.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল।

৭৫০ আসন বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস হল

১৬। **প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) ৪০০ জন অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত প্রয়াসের বিদ্যমান সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (একাডেমিক ভবন, স্টাফদের আবাসন, মাল্টিপারপাস হল, হাইড্রোথেরাপি পুলসহ আনুষংগিক সুবিধাদি তৈরি);	প্রকল্পের আওতায় ৪০০ জন অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীর জন্য একাডেমিক ভবন, স্টাফদের আবাসন, মাল্টিপারপাস হল নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষংগিক সুবিধাদি তৈরি করা হলেও থেরাপেটিক পুলের হাইড্রোথেরাপী পুল নির্মাণ অসম্পন্ন রয়েছে;
খ) অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু ও যুবকদের যথাযথ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;	অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে;
গ) বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে, এমন শিশুদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি এবং সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য অটিজম এবং প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে সমাজে সচেতনতা তৈরি করা;	এ লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অভিভাবকদের সভা অনুষ্ঠান, নিয়মিতভাবে শিক্ষকরা শিশুদের বাসা পরিদর্শনে যান। এছাড়াও এ বিষয়ে সেমিনার ও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ১০/০১/২০১৫ তারিখে Inclusive Education-এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বছর Disability Day (৩ ডিসেম্বর) ও Autistic Day (১০ এপ্রিল)’তে সভা আয়োজন করা হয়;
ঘ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন করা;	অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কার্পেন্টরি, পেইন্টিং ও বেকারীর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
ঙ) প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যাতে অবদান রাখতে পারে, সেজন্য দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষক, থেরাপিস্ট এবং মা-বাবাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;	প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে Special Education-এর উপর ১ বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া মা-বাবারা বিশেষ ধরনের শিশুদের সাথে কেমন ব্যবহার করবেন, সে বিষয়ে প্রয়াস কর্তৃক তাদের নিয়মিত আলোচনা হয়;
চ) বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে এমন শিশুদের সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা কাজে সহায়তা করা;	গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে তেমন কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। তবে ‘প্রয়াস’ প্রতিষ্ঠানটিকে Bangladesh University of Professionals (BUP) এর সাথে Affiliated করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে গবেষণা বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে;
ছ) অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য সমান সুযোগ, তাদের অধিকতর রক্ষা এবং সকল কাজে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশীদারিত্বমূলক, সকল ধরনের বাধামুক্ত এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিত করা যায় এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা;	অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীরা যাতে সমাজের বোঝা না হয়ে থাকে সেজন্য তাদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সমাজের সকল স্তরে প্রতিবন্ধীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে;
জ) প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা করা;	অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা (স্থাপনা নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়) বৃদ্ধি করা হয়েছে;
ঝ) কমপক্ষে ৩০% প্রতিবন্ধী শিশুকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা।	বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে না।

১৭। প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি’র পর্যবেক্ষণ:

(ক) প্রকল্পের অর্জন:

১৭.১ প্রকল্পের মাধ্যমে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা: ২০০৬ সালে যাত্রা শুরু করা “সেনা সহায়ক স্কুলটি” প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে স্বল্প পরিবেশে ২০-২৫ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হত। কিন্তু প্রকল্প পরবর্তী সময়ে ৪০০ জনের অধিক প্রতিবন্ধী শিশুকে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আসবাবপত্র, ইক্যুইপমেন্ট, মাল্টিপারপাস হল, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসনসহ অন্যান্য আনুষংগিক সুবিধাদি নিশ্চিত করায় প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প গ্রহণ ও পরবর্তী সময়ের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে	প্রকল্প গ্রহণ পরবর্তী অবস্থা
(ক) ২০-২৫ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হত;	(ক) বর্তমানে ৪২৫ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
(খ) সেনা পরিবার কল্যাণ সংস্থার একটি ভবনে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হত।	(খ) প্রকল্পের মাধ্যমে ৮১৯২ বঃমিঃ বিশিষ্ট একাডেমিক ভবনে প্রতিষ্ঠানটির মূল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও আনুষংগিক অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি করায় (অনুচ্ছেদ- ১৩) প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করেছে।

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ থেকে সংগৃহীত প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলাকালীন অবস্থা

পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের বর্তমান অবস্থার ছবি

(খ) প্রকল্পের অসংগতিপূর্ণ দিক:

১৭.২ থেরাপেটিক পুলের কিছু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়া: হাঁটতে সক্ষম নয় এমন প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে থেরাপেটিক পুল নির্মানের লক্ষ্যে আরডিপিপি’তে ৯৭.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল (আরডিপিপি পৃষ্ঠা- ২১) এবং এ খাতে ৯৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হলেও থেরাপেটিক পুলের কিছু কাজ (হাইড্রোথেরাপী পুলের ঢালাই এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন) পরিদর্শনের সময় অসম্পন্ন পাওয়া যায়। তবে থেরাপেটিক পুলের অন্যান্য অংশের (সুইমিং পুল, টয়লেট ও শাওয়ার সুবিধাদি, সেড নির্মাণ, টাইলস স্থাপন ইত্যাদি) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, হাইড্রোথেরাপী পুল নির্মাণ কারিগরি দিক বিবেচনায় একটি অত্যাধুনিক কাজ এবং এ কারিগরি দিকগুলো সম্পন্ন করে যন্ত্রপাতি ইনস্টল করার পর হাইড্রোথেরাপী পুলের ঢালাই সম্পন্ন করা হবে।

থেরাপেটিক পুলের অসম্পন্ন হাইড্রোথেরাপী পুল

থেরাপেটিক পুলের অপর অংশ (সুইমিং পুল)

১৭.৩ ফুটবল মাঠের সংস্কার কাজের সাথে ব্যয়িত অর্থের অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়া: প্রকল্পের আওতায় ফুটবল মাঠ, ব্যাডমিন্টন মাঠ এবং বাস্কেটবল মাঠ সংস্কার বাবদ ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হলেও সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় মাঠের সংস্কার কাজ হিসেবে ফুটবল মাঠের ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুটি গোলপোস্ট এবং বাস্কেটবলের জন্য সিসি ট্র্যাক ও পোস্ট নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ পরিদর্শনের সময় এ খাতে সংস্কার কাজের তুলনায় ব্যয়িত অর্থ অধিক মনে হয়েছে। সার্বিকভাবে এখাতে অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়নি বলে মনে হয়েছে।

খেলার মাঠ

বাস্কেটবলের পোস্ট

১৭.৪ র‍্যাম্পের ফিনিসিং কাজ সম্পন্ন না হওয়া: প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন/প্রাতিষ্ঠানিক ভবনে যে র‍্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে, পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, র‍্যাম্পের ফিনিসিং কাজ (ফ্লোর ঢালাই) অসম্পন্ন রয়েছে।

একাডেমিক ভবনে নির্মিত র‍্যাম্পের ফিনিসিং কাজ অসমাপ্ত

১৭.৫ <u>প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়া:</u> প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র প্রতিবন্ধী শিশুকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা (উদ্দেশ্য ৭.২ (ঝ))। কিন্তু পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে, 'প্রয়াস' (প্রত্যাশী সংস্থা) কর্তৃক বিনামূল্যে কোন সেবা প্রদান করা হচ্ছে না। তবে অভিভাবকের আয়ের উপর ভিত্তি করে মাসিক বেতনের হার নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে যে অভিভাবকের মাসিক আয় কম তার মাসিক বেতনের পরিমাণও কম। তবে বর্তমানে সেবা গ্রহণকারী প্রায় ৪০০ জন শিক্ষার্থীরা কে কত টাকা বেতন দেন (যেমন: ১০০০ টাকার মধ্যে কত জন, ১০০০-২০০০ টাকার মধ্যে কত জন) সে সম্পর্কিত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পরিদর্শনের সময় জানাতে পারেননি এবং পরবর্তীতে এ তথ্য দিবেন বললেও যোগাযোগ করে এ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

(গ) **<u>সাধারণ পর্যবেক্ষণ:</u>**

১৭.৬ <u>প্রকল্পের **External Audit** সম্পন্ন করা হয়নি:</u> বর্ণিত প্রকল্পের পিসিআর-এর পৃষ্ঠা নং ১৪ হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির External Audit সম্পন্ন হয়নি। এছাড়া পৃষ্ঠা নং ১৩-এ বর্ণিত ২০১১-১২ সালের Internal Audit-এ উত্থাপিত আপত্তি (ঠিকাদারের নিকট হতে কম হারে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করায় ৪,৩০,৩০৪.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধন করা হয়েছে) সঠিকভাবে নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য (সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কার্যালয়ের মতামত) অনুপস্থিত রয়েছে।

১৭.৭ <u>যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হয়েছে এমন কোন সাইনবোর্ড না থাকা:</u> "বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা" শীর্ষক একনেক কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও প্রত্যাশী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে যেসব প্রকল্পের প্রকল্প এলাকায় দৃশ্যমান স্থানে সাইনবোর্ডে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম থাকার নিয়ম থাকলেও এক্ষেত্রে এরকম কোন সাইনবোর্ড পরিলক্ষিত হয়নি।

১৭.৮ <u>প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল শুরু হওয়ার পূর্বে সম্পাদিত কাজ প্রকল্পের মধ্যে সংস্থার অবদান হিসেবে প্রতিফলিত করা:</u> প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত "বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা" শীর্ষক নীতিমালা অনুযায়ী গৃহীত। এ নীতিমালা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সংস্থার অবদান কমপক্ষে ৪০% হতে হবে উল্লেখ রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের সংশোধিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৬১.০৭ লক্ষ টাকার মধ্যে সংস্থার অবদান ২০৬৬.৪৭ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪০%। কিন্তু প্রকল্পে প্রত্যাশী সংস্থার অবদান ২০৬৬.৪৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৪২৬.৬৩ লক্ষ টাকার কাজ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্পাদিত হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা- ১৫) এবং এ কাজগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পরিমাণ	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	মাইক্রোবাস ক্রয়	৪টি	১২০.০০
২	সিসিটিভি	২১টি	২৩.৫৫
৩	যন্ত্রপাতি সরবরাহ	৭৯৬টি	৬২.৪৪
৪	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, কার্টিজ, স্ক্যানার	২টি	২.০৫
৫	আসবাবপত্র	১১৮৬টি	৪২.২০
৬	ভূমি উন্নয়ন	৩১৬০.০০	২৫.৫০
৭	প্রাতিষ্ঠানিক ভবন নির্মাণ (১ম ও ২য় তলা)	২৫০০ বর্গমিটার	১১৪৯.৬৪
৮	মাটি পরীক্ষা	২৫টি গর্ত	১.২৫
	মোট =		**১৪২৬.৬৩**

এসকল কাজ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই সম্পাদিত হওয়ায় এগুলোর দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

১৮। <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা</u>:

১৮.১ বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রয়াস' প্রতিষ্ঠানটির যে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। প্রতিষ্ঠানটি যাতে তার মান বজায় রাখতে পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে;

১৮.২ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক থেরাপেটিক পুলের হাইড্রোথেরাপী পুল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে;

১৮.৩ ফুটবল মাঠ, বাস্কেটবল মাঠ, ব্যাডমিন্টন মাঠ সংস্কার খাতে যথাযথভাবে অর্থ ব্যয় হয়েছে কি-না সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তা খতিয়ে দেখে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে;

১৮.৪ র‌্যাম্পের ফিনিসিং কাজ (ফ্লোর ঢালাই) সম্পন্ন করে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে;

১৮.৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য (অনুচ্ছেদ: ৭.২ (ঝ)) অনুযায়ী ৩০% গরীব প্রতিবন্ধী শিশুকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করতে হবে এবং এক্ষেত্রে বর্ণিত প্রকল্পের উপর ২২/০৫/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার ৫.৭ নং সিদ্ধান্তটি প্রতিপালন করতে হবে: "৩০% গরীব রোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। তা প্রয়াসের সিটিজেন চার্টারে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে";

১৮.৬ প্রকল্পটির External Audit সম্পন্ন করে এর প্রতিবেদনের ছায়ালিপি আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে এবং Internal Audit-এ উত্থাপিত অভিযোগ সঠিকভাবে নিষ্পত্তি (সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কার্যালয়ের প্রতিবেদনসহ) করা হয়েছে কি-না তা আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে;

১৮.৭ প্রয়াসের প্রবেশস্থলের গেইটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও প্রয়াসের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্প এ ধরনের লেখা সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে;

১৮.৮ "বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা" শীর্ষক নীতিমালার আলোকে যেসব প্রকল্প গৃহীত হবে সে সকল প্রকল্পে প্রকল্প শুরু হওয়ার পর যে সকল কাজ সম্পাদিত হবে সে সকল কাজের ব্যয়ই ডিপিপি'তে প্রতিফলিত করতে হবে। এ ধরনের প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-ডিভিশনকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।